সোনার মানুষের গল্প শোন

১

শেখ সা'দী

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

সোনার মানুষের গল্প শোন-৪

শেখ সা'দী

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

পরিবেশনায়

ফাহিম বুক ডিপো

পাঠক বন্ধু মার্কেট

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৯৮১১৪৩১১১, ০১৭১২২৮৭৬৯৫

ইমেল : fahimbookdepell@gmail.com

www.pathagar.com

সোনার মানুষের গল্প শোন-৪
শেখ সা'দী

প্রকাশক
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
তামান্না বুক কর্ণার
পাইনাদী নতুন মহল্লা
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

[গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।]

প্রকাশকাল
তামান্না বুক কর্ণার কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি-২০১৭

কম্পিউটার কম্পোজ
জবা কম্পিউটার
বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ কামরুল ইসলাম

বিনিময় মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা মাত্র

ISBN :

www.pathagar.com

লেখকের কথা

শিশু কিশোররা গল্প ভালোবাসে। তাদের কাছে ভালো ভালো মানুষের জীবন কাহিনী তুলে ধরলে এক ঢিলে দু'টি পাখি মারা যায়। একদিকে তাদের গল্প শোনাও হল, আবার সাথে সাথে যে মহান লোকের জীবন কথা তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তাঁর জীবনের আদর্শ শিশু মনে রেখাপাত করবে। এটা তার জীবন গড়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। আমিও এই উদ্দেশ্য নিয়েই শিশু কিশোর উপযোগী করে হযরত শেখ সা'দ (রহঃ)-এর জীবনী লেখার চেষ্টা করেছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার এই ক্ষুদ্র কাজকে কবুল করে নিন। আমিন।

–নূর মোহাম্মাদ মল্লিক

২-৯-১৯৯৮

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আমাদের সমাজ জীবনে আজ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাছাড়া সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের নিকৃষ্ট চিন্তাধারার কারণে দেশে দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের তাণ্ডব লীলা চলছে। যুব সমাজ আদর্শহীন নেতৃত্বের কারণে দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের শিকার হয়ে পড়েছে। কিশোর তরুণরা দিশাহারা। তারা উত্তম পথের সন্ধান পাচ্ছে না। তাদের সামনে সোনার মানুষদের জীবন কথা তুলে ধরা এ আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ। তাতে রয়েছে হরেক রকম নসীহত ও নানা ধরনের কল্যাণমূলক কথা। ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা একজন নয়-দু'জন নয় শত সহস্র সোনার মানুষ উপহার দিয়েছে। এমনই এক সোনার মানুষ **"শেখ সা'দী (রহঃ)"** প্রখ্যাত লেখক জনাব নূর মোহাম্মদ মল্লিক কিশোর তরুণদের উপযোগিত ভাষায় এ বইটি রচনা করে সে পথের অনুসরণ করার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমরা আশা করি এ বই কিশোর তরুণসহ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য দেবে পথের দিশা। এ থেকে বর্তমান প্রজন্ম অনুপ্রেরণা পেলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। ভুলত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়, যদি তেমন কারো দৃষ্টিগোচর হয় জানালে পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

–প্রকাশক

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সেই সকল ছোট্ট মণিদের
হাতে-
যারা জীবনকে
গড়তে চায়
ফুলের সৌরভে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শেখ সা'দী

দু'টি পর্বতের মাঝে রয়েছে এক দেশ। উত্তরে এলবুর্জ আর দক্ষিণে জাগরোস পর্বতের মধ্যবর্তী এ দেশটি মালভূমি প্রধান। দেশের একদিকে রয়েছে উপসাগর। প্রতিনিয়ত উপসাগরের বিশাল জলরাশি এসে উপকূলে আছড়ে পড়ে। আর একদিকে মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তর। সোনালী রোদে মরুর বালু ঝিকিমিকি হেসে ওঠছে। রুক্ষ ও ধূসর এই ভূখণ্ডের রয়েছে নদী আর ঝর্ণার কোমল পরশ। ফলে আঙ্গুর, আপেল, নাশপাতি ও আনারের মনোমুগ্ধকর বাগ-বাগিচা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারাদেশে। আর গোলাপের তো কথাই নেই। কত রকমের গোলাপ আর কত রকমের অপরূপ মনকাড়া তার রূপ। এই দেশেরই একছেলে তাঁর অমর কীর্তির জন্যে সারা পৃথিবীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আজ সেই পৃথিবী খ্যাত সোনার ছেলের কথা তোমাদের বলবো।

দেশটির নাম ইরান। আগে এর নাম ছিল পারস্য। সে সময় পারস্যের রাজধানী ছিল সিরাজ। সেই পৃথিবী খ্যাত ছেলেটির জন্ম হয় এই সিরাজ নগরে।

সৈয়দ আবদুল্লাহ নামে এক জ্ঞানী লোক বাস করতেন সিরাজ শহরের তাউস এলাকায়। যেমন জ্ঞানী তেমনি ভালো লোক তিনি। ভালো লোকরা আল্লাহকে ভয় করেন এবং ভালোওবাসেন। আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেন ভালো লোকরা তা কখনও করেন না। আর যা করলে আল্লাহ খুশী হন ভালো লোকরা সে কাজ বেশি করেন।

www.pathagar.com

সৈয়দ সাহেব যে খুব ভালো লোক এ কথা 'সিরাজ' এর বাদশাহ্ তোক্লাহবিন জংগীও জানেন। তাই তিনি সৈয়দ সাহেবকে খুব পছন্দ করেন।

সৈয়দ সাহেবের মনে একটি মাত্র দুঃখ। তাঁর স্ত্রীর মনেও ঐ একই দুঃখ। এতে বয়স হয়ে গেল তবু কোন ছেলে-মেয়ে হলো না। যদি একটা ছেলে থাকত তবে কতই না ভালো হত। তাকে মনের মত করে গড়ে তুলতেন সৈয়দ সাহেব।

সৈয়দ সাহেব দুঃখ ভরা মন নিয়ে কাজকর্ম করেন। নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে সন্তান কামনা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। এদিকে তাঁর অনেক বয়স হয়ে গেছে। স্ত্রী ময়মুরা খাতুনও বেশ বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন। তাঁর মাথার চুলেও পাক ধরেছে। কিন্তু তা'হলে হবে কি? আল্লাহ যাঁকে ভালোবাসেন তাঁর মনের আশা পুরা হতে বাকী থাকে না।

আল্লার এক নবী ছিলেন। নাম হযরত যাকারিয়া (আঃ)-তাঁরও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কোন ছেলে-মেয়ে হয়নি। তিনি আল্লার কাছে সন্তান চাইলেন। দোয়া কবুল হল। তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী গর্ভে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এলেন। তিনিও নবী হলেন। সৈয়দ সাহেবের স্ত্রীও বৃদ্ধাবস্থায় আল্লার কুদরতে সন্তান সম্ভবা হলেন। ক্রমে দশ মাস পার হল। সৈয়দ সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শুভক্ষণের অপেক্ষায় রইলেন।

সৈয়দ সাহেবের বাড়িতে প্রতিবেশি মেয়েদের ভীড়। ময়মুরা খাতুন প্রসব বেদনায় কাঁদছেন। খুব যন্ত্রণা, খুব কষ্ট। হঠাৎ সেই কান্না থেমে গেল। মায়ের বুক আলো করে ফুটফুটে শিশু জন্ম নিল। চাঁদপনা মুখ মায়ের চোখের অশ্রু-চোখেই লেগে আছে। পুত্রের ফুলের মত পবিত্র চেহারা দেখে খুশীতে সব কষ্ট ভুলে গেলেন। সৈয়দ সাহেব তো আনন্দে আত্মহারা! তখনই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

ফুটফুটে শিশুটিকে দেখার জন্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শীরা দলে দলে এলেন। সবাই শিশুর জন্য দোয়া করলেন। সাত দিন কেটে গেল। সৈয়দ সাহেব সন্তানের আকীকা করলেন। সৈয়দ সাহেবের আব্বার নাম ছিল হযরত সরফুদ্দিন। শিশুর নামও রাখা হল সরফুদ্দিন।

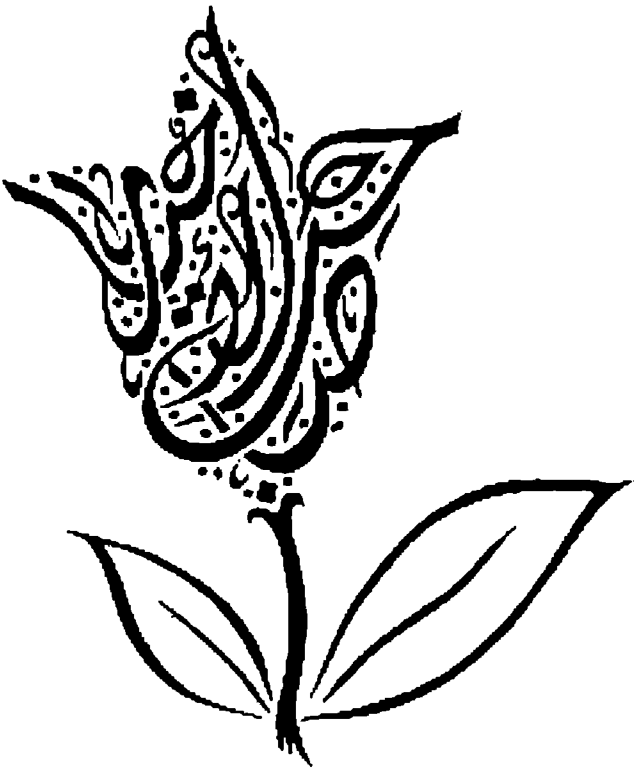

www.pathagar.com

রাজপুত্রের সাথী

বাদশাহ তোকরাহ বিন জঙ্গী বৃদ্ধ সৈয়দ সাহেবের পুত্রসন্তান লাভের ঘটনায় খুব অবাক হলেন। সৈয়দ সাহেব শিশুপুত্রকে নিয়ে দরবারে গেলেন। শিশু সরফুদ্দিনের হাসি মাখা মুখ আর মিষ্টি কথা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বাদশাহ খুশী হয়ে সরফুদ্দিনের আব্বাকে এক শত সোনার টাকা উপহার দিলেন।

মায়ের কাছে সরফুদ্দিন লেখাপড়া শুরু করলেন। সাত বছর বয়সেই তিনি কোরআন শরীফ পড়া শেষ করলেন। সৈয়দ সাহেবের সব সময়ের ভাবনা কিভাবে ছেলেকে ভালো ও জ্ঞানী মানুষ বানানো যায়।

সিরাজ শহরে একজন বিখ্যাত জ্ঞানী লোক ছিলেন। তাঁর নাম হযরত শেখ মোসলেউদ্দীন। তিনি আল্লাহর ওলী হিসেবে সবার কাছে সুপরিচিত ছিলেন। সৈয়দ সাহেব ছোট্ট সরফুদ্দিনকে তাঁর কাছেই নিয়ে এলেন।

শেখ সাহেব বালকের চেহারা ও লক্ষণ দেখে বুঝলেন, কালে এ ছেলে খুব নাম করা লোক হবে। ছেলেটিকে তিনি আদর করে নিজের কাছেই বসালেন।

ছেলের আব্বাকে তিনি বললেন ঃ কালে এ ছেলে মহাপণ্ডিত ও ভালো লোক হবে। সবাই এর সুনাম করবে। একথা বলে তিনি ছেলের জন্য দোয়া করলেন। তিনি সরফুদ্দিনের আর এক নাম দিলেন মোসলেহুদ্দীন।

www.pathagar.com

ছোট্ট সরফুদ্দিন শেখ সাহেবের কাছে তিন বছর থাকলেন। এসসময় তিনি কোরআন শরীফ মুখস্থ করে ফেললেন। কিছুদিন পর শেখ সাহেবের ইন্তেকালের সময় হল। সরফুদ্দিন ব্যথিত মনে শিক্ষকের সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। কিন্তু সবাইকে কাঁদিয়ে শেখ মোসলেহুদ্দীন ইন্তেকাল করলেন। বালক সরফুদ্দিন মরহুম শেখ সাহেবের জন্য অনেক কাঁদলেন।

এখন পড়াশোনা যেন সরফুদ্দিনের আর ভালো লাগে না। রাজ পরিবারের ছেলেদের সাথে বালক সরফুদ্দিনের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে লাগলেন। তরবারি চালনা এবং অশ্ব চালনাও শিখলেন, রাজপুত্রদের সাথে পাশাও খেলেন। কোথাও সভা-সমিতি হলে বালক সরফুদ্দিন সেখানে যান। একবার কোন কিছু শুনলেই তাঁর মনে থাকে। আর ভালো ভালো কথা শিখে তিনি তা পালন করারও চেষ্টা করেন।

বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজন সবাই সরফুদ্দিনকে ভালোবাসেন। তাঁর পড়াশোনার ব্যাপারে আব্বা ভাবনায় পড়লেন। তখন সিরাজের নামকরা বিদ্যালয়ে গণ্ডগোল চলছিল। পড়াশোনা ঠিকমত হচ্ছিল না। ফলে আব্বা নিজেই তাঁকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। এ সময় বালক সরফুদ্দিনের বয়স ছিল এগার বছর।

www.pathagar.com

কাবার পথে দুঃসাহসী বালক

সেবার শহরের বহু লোক হজ্বে যাবেন। সৈয়দ সাহেবকে হজ্বযাত্রীদের দলপতি হয়ে যাবার জন্য সকলে অনুরোধ করলেন। সৈয়দ সাহেব হজ্বে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। তখনকার দিনে সিরাজ থেকে মক্কায় যাবার জন্য অনেক দুর্গম মরু ও পাহাড়-পর্বত পার হয়ে যেতে হত। পথে হিংস্র জীব-জানোয়ার তো ছিলই। আর ছিল ডাকাতের উৎপাত।

আব্বা চাইলেন বালক সরফুদ্দিনকে বাড়িতে রেখে যাবেন। সৈয়দ সাহেবের কথায় স্ত্রী রাজী হলেন। কিন্তু বালক সরফুদ্দিন কাবা শরীফ জেয়ারত আর প্রিয় নবীর রওজা মোবারক দেখার জন্য খুবই উৎসুক।

তিনি মায়ের পায়ে চুমো দিয়ে বললেন, "ইসমাইল (আঃ) কে যখন ইবরাহীম (আঃ) কোরবানী দিতে নিয়ে গেলেন, তখন কিন্তু তাঁর মা বাধা দেননি। আমার সামান্য প্রাণ যদি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে না পারি তবে তো আমার জীবনটাই বৃথা। মা আপনিও আমার সাথে হজ্বে চলুন।"

আম্মা ছেলের কথা শুনে খুব খুশী হলেন। আব্বাও রাজী হলেন। আব্বা-আম্মা ও সরফুদ্দিন এক সাথে হজ্বে রওয়ানা হলেন। আব্বা শুধু বললেন, "আমার চিন্তা শুধু সরফুদ্দিনের জন্য। ওর অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

হজ্ব যাত্রীদলে সাত'শ লোক ছিল। মা উটে ওঠলেন। সরফুদ্দিন রাজপুত্রের মত সাজলেন। কোমরে তরবারি

www.pathagar.com

ঝোলালেন। তীরধনুক সাথে নিলেন। মাথায় পাগড়ী দিলেন। বাবা পুত্রের সাজসজ্জা দেখে হেসে ফেললেন। হজ্বে যারা যাত্রা করে তারা লাব্বাইক শব্দ করে উচ্চকণ্ঠে।

বালক সরফুদ্দিন আনন্দে লাব্বাইক বলে ওঠলেন। চারদিকে লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠল।

কাফেলা যাত্রা শুরু করল। কাফেলায় আরও ছোট কয়েকজন বালক ছিল। শহর ছেড়ে যাত্রীদল গ্রাম পার হল। যখন দুর্গম পার্বত্য এলাকা শুরু হল তখন চারদিকের অবস্থা দেখে ভয়ে কাফেলার বালকগুলো কাঁদতে লাগল। সরফুদ্দিন কিন্তু তাঁর সমবয়সী বালকদের মত কাঁদলেন না, বরং বাবা-মার সামনে গিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ালেন।

একদিন পর্বত পার হবার সময় উট থেকে পড়ে সরফুদ্দিন পাথরে ঘা খেলেন। খুব যন্ত্রণা হল। কিন্তু উহ্ শব্দও করলেন না। উঠে দাঁড়ালেন বহু কষ্টে। আব্বা আম্মার যাতে কষ্ট না হয় এজন্য জোর করে তিনি হাসতে হাসতে আবার উটে চাপলেন।

কাফেলা মাঝে মাঝে থামে। তখন অন্যান্য ছেলেরা খেলাধূলা করে বা গল্প করে। কিন্তু বালক সরফুদ্দিন ওদের সাথে না থেকে বৃদ্ধ লোকেরা যেখানে বসে জ্ঞানের কথা বলছে সেখানে গিয়ে বসতেন। মাঝে মাঝে দু'এটা কথা বলতেন। তাঁর সুন্দর কথা শুনে বৃদ্ধরাও খুব খুশি হতেন।

এই সফর ছিল খুব কষ্টকর। কিন্তু বালক সরফুদ্দিন একদিন এক ওয়াক্তের জন্যও নামাজ কাযা করেন নি। এমন কি গভীর রাতে যে নামাজ পড়া হয়– সেই তাহাজ্জুত নামাজ পর্যন্ত তিনি ঠিকমত পড়তেন। তিনি মধুর সুরে কোরআন পড়তে পারতেন। এজন্য সৈয়দ সাহেব ফজর ও এশার নামাজের পর কাফেলার সবাইকে একত্র করে তাঁকে এক পারা কোরআন মজিদ পড়তে বলতেন। তিনি যখন কোরআন পড়া শোনাতেন তখন সকলে আল্লাহর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে পড়ত।

www.pathagar.com

সরফুদ্দিন দেখতে ছিলেন খুব সুন্দর। তাঁর চালচলন, কথাবার্তাও সুন্দর। ফলে কাফেলার সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। সরফুদ্দিন এতে মোটেই গর্বিত হতেন না। তিনি নিজের দোষত্রুটি খুঁজে তা সংশোধন করতে লাগলেন। ফলে তাঁর চরিত্র আরো সুন্দর হতে লাগল।

দীর্ঘ পথ চলার পর কাফেলা মক্‌কা শরীফ পৌঁছলো। তাঁরা হজ্ব শেষ করে মদীনা শরীফে এলেন। সরফুদ্দিন প্রিয় নবীর শহরে এসে খুব খুশী হলেন। প্রিয় নবীকে অন্তর থেকে সালাম জানালেন। এরপর কাফেলার সাথে তিনি নিরাপদে ঘরে ফিরলেন।

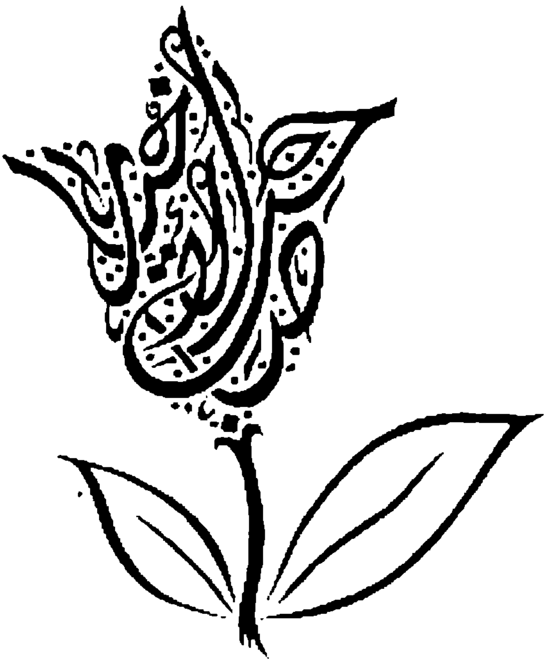

www.pathagar.com

নির্ভীক কিশোর

সৈয়দ সাহেব বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর ওপরে দীর্ঘদিনের বিদেশ ভ্রমণে তিনি খুব দুর্বল হয়ে গেছেন। আর ঠিক এ সময়ে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সরফুদ্দিন বাবার শিয়রে বসে সেবা করেন। কিন্তু রোগ কমছে না। শহরের একজন নামকরা ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সৈয়দ সাহেবের দুনিয়া ছাড়ার সময় ঘনিয়ে এল। একজন খাঁটি মুসলমানের মত তিনি সারা জীবন ধরেই মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সুতরাং মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইল (আঃ) যখন এলেন তখন আল্লাহর প্রেমিক সৈয়দ সাহেব হাসিমুখে দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চলে গেলেন।

সরফুদ্দিন অল্প বয়সেই আব্বাকে হারালেন। কিন্তু তাই বলে লেখাপড়া ছাড়লেন না। মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। এক ঘণ্টার জন্যেও বই ছেড়ে ওঠতেন না। এরই ফাঁকে সময়মত আবার বইও লিখতেন।

এ সময় তাঁর বয়স এগার বছর। মা ছাড়া আর কেউ তাঁর দেখাশোনার জন্য নেই। মামারা ছিলেন। তবে তাঁরা অনেক দূরে থাকেন। সরফুদ্দিন হতাশ হলেন না। কেননা মানুষ সৎ হলে আল্লাহ পাক তাঁর সব দেখাশোনা করেন। তাই তিনি নিজের জীবনকে আল্লাহর পছন্দমত করে গঠন করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

মা খুব কষ্ট করে সংসার চালাতে লাগলেন। এ সময় তাঁদের সংসারে খাবারের অভাব হচ্ছিল। কোনদিন হয়ত একবার সন্ধ্যার সময় খাওয়া পেতেন। তাতেই মা ও ছেলে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে খেতেন। মহানবী (সঃ)-ও কত সময় অনাহারে থেকে সবর করেছেন। সুতরাং বালক হলেও সরফুদ্দিন বিচলিত হলেন না।

এ সময় বাতির তেল কিনতে না পারায় অনেক রাত তাঁকে পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হত। একদিন তেলের অভাবে বাতি নিভে গেল। সরফুদ্দিন লেখাপড়ার জন্য পাগল। তিনি নতুন কোন উপায় খোঁজ করতে লাগলেন। এমন সময় দেখলেন পাশের এক বাড়ির জানালা দিয়ে আলো বাইরে পড়ছে। সরফুদ্দিন ভাবলেন, এই আলোতেই আমি পড়তে পারব। এই ভেবে তিনি সেখানে গিয়ে পড়তে লাগলেন।

হঠাৎ সেই বাড়ীর গৃহকর্ত্রী জানালা দিয়ে গরম পানি বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। এতে সরফুদ্দিনের গায়ে গরম পানি লেগে ফোস্কা পড়ে গেল। তিনি যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠলেন। চীৎকার শুনে সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী বাইরে বেরিয়ে এলেন। সরফুদ্দিনকে তিনি চিনতেন। সরফুদ্দিন যে জানালার আলোতে পড়ছিলেন এটা তিনি জানতেন না। এজন্যই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। গৃহকর্ত্রী খুব লজ্জা পেলেন। এরপর তিনি সরফুদ্দিনের পড়ার জন্য প্রতি রাতে যত তেল লাগে তার ব্যবস্থা করে দিলেন। লেখাপড়া শেখার জন্য সরফুদ্দিনে আগ্রহে সবাই অবাক হয়ে যেত।

www.pathagar.com

সংসার চালাতে মা হিমশিম খান। ছেলের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করাও তাঁর দায়িত্ব। কেননা ছেলের আব্বাতো আগেই মারা গেছেন। আবার খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করাও তাঁর জন্যে কষ্টকর। চিন্তা–ভাবনায় মায়ের চোখে-মুখে ঘুম আসে না। ভাবেন, "হায় আল্লাহ! আমার সরফুদ্দিনের কি অবস্থা হবে?"

একদিন সরফুদ্দিন ঘরে এলেন। পরনে ছেঁড়া পুরান কাপড়। মুখ শুকনো। ছেলের মলিন মুখ দেখে মা দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। ভাবেন, পিতৃহারা ছেলে সেই সকাল থেকে আজ সারা দিন খেতে পায়নি বলে অভিমানে ঘরে আসেনি।

মা ছেলেকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, "বাবা, আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি বলে ঘরে আসনি? তোমার শুকনো চেহারা দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।" এই বলে মা কাঁদতে লাগলেন।

সরফুদ্দিন মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন "কাঁদলে আল্লাহ নারাজ হন মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ তো আছেই। এতেই অধৈর্য হলে আল্লাহর নিয়মকে অবজ্ঞা করা হয়। আমাদের বংশেও কেউ এ দুনিয়ায় সব সময় সুখে থাকেন নি। কখনও কখনও দুঃখকেও বরণ করতে হয়েছে। 'প্রিয় নবী (সঃ) মায়ের পেটে থাকতেই আব্বাকে হারিয়েছেন। তাঁকে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে। কারবালায় হযরত হোসেন (রহঃ)-এর পরিবার তিনদিন পর্যন্ত খাবার দূরে থাক, পানি পর্যন্ত পাননি। কিন্তু ইমাম হোসেন তাতে অধৈর্য হননি মা, এজন্যই আমাদের আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকা দরকার।"

www.pathagar.com

মা চুপ করে ছেলের কথা শুনছেন। এমন ছেলের জননী ভাবতেও তার আনন্দ লাগছে।

ছোটবেলাকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল সরফুদ্দিনের। সেদিন রুদবার প্রান্তরে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় এক দরবেশ বাঘের পিঠে চড়ে তাঁর সামনে এলেন। সরফুদ্দিন ত' দরবেশের কাণ্ড দেখে অবাক! যে বাঘ মানুষকে পেলে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, সেই হিংস্র জন্তু কিনা মানুষের সেবা করছে। কী অবাক ব্যাপার। সরফুদ্দিনের চোখেমুখে বিস্ময়। দরবেশ বালকের মনের ভাব ঠিক টের পেয়েছেন।

তিনি তাঁকে বললেন, "খোকা, তুমি অবাক হচ্ছো বুঝি? অবাক হবার কিছূ নেই। যখন কেউ নিজের মন-প্রাণ সব কিছু একমাত্র আল্লাহর জন্য দান করে, শুধু তাঁরই কথা মেনে চলে, তখন বনের পশুরাও তার কথা শোনে। এমন এক দিন আসবে, যেদিন দুনিয়ার মানুষ মুগ্ধ হয়ে তোমার কথা শুনবে।" এই বলে দরবেশ চলে গেলেন।

ছোটবেলার সেই ঘটনার কথা মনে পড়লে সরফুদ্দিনের মনে সাহস আসে। তিনি মাকে আরও বললেন, "মা, আমি বুঝতে পেরেছি সবসময় আরাম আয়েশে থাকলে আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ চলেও যেতে পারে। বিপদ এলে মানুষ আল্লাহর স্মরণ করে। আমার জন্য আপনি ভাববেন না। আল্লাহর অসীম দয়াই আমার একমাত্র সম্বল। আমি আর অন্য কোন চিন্তা করি না। আমার চিন্তা হল, কিভাবে বিদ্যা শিক্ষা করা যায়।"

www.pathagar.com

সিরাজ নগরে বহু ধনী লোকের বাস। রাতের বেলা এসব লোকেদের অনেকের বাড়িতে মর্সিয়ার মজলিস হত। কারবালার ঘটনার শোকগাঁথা বা মর্সিয়াও সেখানে গাওয়া হত। সরফুদ্দিন অন্যান্য বালকের সাথে এসব মজলিসে যেতেন। কখনও কখনও সুন্দর সুন্দর মর্সিয়া রচনা করে দিতেন। তাঁর সুন্দর সুন্দর মর্সিয়া রচনা দেখে অনেক বড় বড় পণ্ডিতও অবাক হয়ে যেতেন! গায়করা একবার তাঁর রচিত মর্সিয়ার সুর ধরলেই যেন পাগল হয়ে যেত।

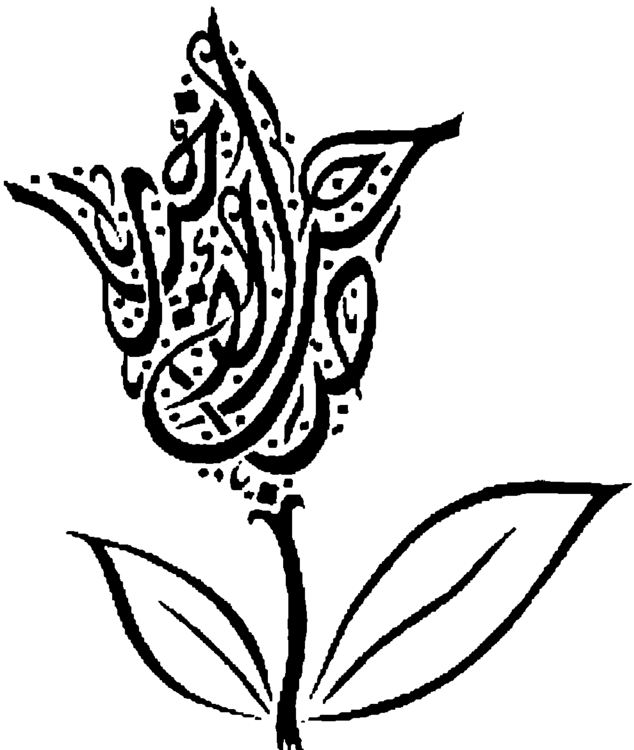

www.pathagar.com

বিদ্যালয়ে সবার প্রিয়

একদিন সরফুদ্দিন কি যেন ভাবছেন। এমন সময় মনে হল চাচাজানের সাথে অনেকদিন দেখা করা হয়নি। তাঁর সাথে একটু দেখা করে আসি। চাচাজানের অনেক বয়স হয়েছে। তাঁর সাথে আব্বার বন্ধুত্ব ছিল। চাচাজান ঘরেই ছিলেন। সরফুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা তুমি এখন কি পড়ছো?" প্রশ্ন শুনে সরফুদ্দিন বিষন্ন মনে বললেন, আববার ইন্তেকালের পর ভালো করে আর লেখাপড়া শিখতে পারলাম না চাচাজান। এখন কি করব, আপনার পরামর্শ নেয়ার জন্য এলাম।"

চাচা বললেন, "আজদীয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাও। এ ছাড়াত' আর উপায় দেখছি না। সরফুদ্দিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে।

আজদীয়া বিদ্যালয় সিরাজ শহরের মধ্যে বেশ নামকরা ছিল। আগে সেখানে অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছাত্রদের পড়াতেন। ক্রমে কিছু খারাপ লোকের হাতে বিদ্যালয়ের পরিচালনা ভার এসে গেল। তারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত সেখানে পড়াত। প্রায়ই পড়াশোনা হত না, বরং নানা রকম গোলযোগ হত। এজন্যই সরফুদ্দিনের বাবা ছেলেকে সেখানে ভর্তি হতে দেননি। কিন্তু অন্য কোন উপায় না থাকাতে বাধ্য হয়ে সরফুদ্দিন আজদীয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন।

আজদীয়া বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কবিতা ও ছড়া লিখে সাহিত্য সভার আয়োজন করত। শিক্ষরাও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। সরফুদ্দিন ছিলেন যেন স্বভাব কবি। তিনি সেখানে

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে স্বরচিত কবিতা শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে ফেলতেন। তাঁর কবিতা শুনে লোক আল্লাহর ভালোবাসায় অধীর হয়ে উঠত।

আগেই বলেছি, আজদীয়া বিদ্যালয়ে একটা গণ্ডগোল চলছিল। দুটো দলে সবাই বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদল ভালো আর একদল মন্দ। মন্দরা দিনের পর দিন দলভারী করে ভালো শিক্ষক ও ছাত্রদের হত্যা করছিল। সরফুদ্দিন বালক। মায়ের কথামত তিনি দলাদলির মধ্যে গেলেন না। কিন্তু মনে খুব দুঃখ পাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, আহা যদি তিনি শান্তি কায়েম করতে পারতেন, তবে কতই না ভালো হত!

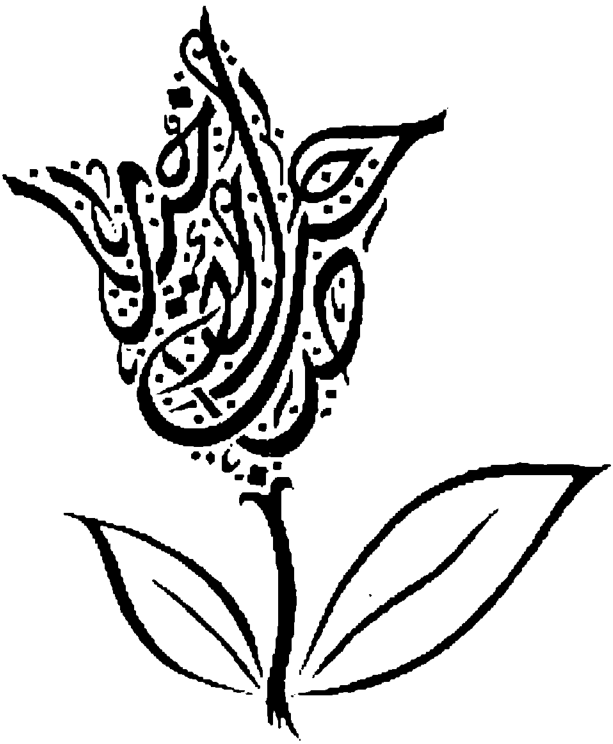

www.pathagar.com

তরুণ কবিগুরু

সরফুদ্দিনের স্বরচিত কবিতা শুনে সবাই বলাবলি করতে লাগলো, এ রকম কবিতা ইরান দেশে এর আগে কেউ রচনা করেননি। লোকে তাঁকে কবিগুরু বলে ডাকা শুরু করল। আজদীয়া বিদ্যালয়ে দলমতনির্বিশেষে সকলে সরফুদ্দিনের ভক্ত হয়ে গেল। তাঁর কোন শত্রু থাকল না। তিনি নির্ভয়ে সব জায়গায় যেতে লাগলেন। সরফুদ্দিনকে দেখলেই বৃদ্ধ, যুবক ও শিশুরা পর্যন্ত বলত– শেখজী সালাম। মানী লোকদের ঐ দেশের লোক সম্মান করে শেখজী বলে ডাকে। সরফুদ্দিনএ সময় নানা দেশের লোকদের কথা নিয়ে কবিতা রচনা করেন।

সিরাজ শহরের অবস্থা এসময় খুব খারাপ হয়ে এল। বাদশাহ যুদ্ধ করার জন্য ইরাক গেছেন। খোরজাম সাহের সাথে তাঁর যুদ্ধ হচ্ছিল। অনেক দিন হয়ে গেল। ফিরছেন না। এদিকে সিরাজে যাঁকে শাসনভার দিয়ে গেছেন তিনি ভীরু দুর্বল এক কাজী সাহেব। কাযী সাহেবের দুর্বলতার সুযোগে দুষ্ট লোকেরা আজদীয়া বিদ্যালয় দখল করে গোটা সিরাজে তাদের শাসন চালাতে লাগল। মারামারি কাটাকাটি চলতে লাগল। বহু লোক দেশ ছেড়ে পালাল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে অশান্তি দেখা দিল। এ সময় দুর্ভিক্ষ শুরু হল।

সরফুদ্দিন সিরাজ শহরের এ রকম খারাপ অবস্থা দেখে কাঁদলেন। তিনি কোন কোন দিন নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অন্য কোন দরিদ্র লোককে নিজের খাবার দিয়ে দিতেন।

www.pathagar.com

সিরাজ শহরের গণমান্য লোকেরা পরামর্শ করে কাযী সাহেবের কাছে আবেদন করলেন, "দুষ্টু লোকদের যুলুম আর সহ্য হয় না। এখনই আপনি বাদশাহর কাছে লোক পাঠান। তিনি যেন চলে আসেন।"

কাজী সাহেব সম্মত হলেন। দুষ্টু লোকেরা টের পেয়ে গেল। তারা কাজী সাহেবকে ভয় দেখিয়ে বাদশাহর কাছে সংবাদ পাঠাতে নিষেধ করল। কাজী সাহেব নিজের প্রাণের ভয়ে তাদের কথামত আর লোক পাঠালেন না। দুষ্ট লোকেরা ঐসব গণ্যমান্য লোকদের নাম সংগ্রহ করে তাদের হত্যা করে ফেলল। অনেককে কারাগারে বন্দী করা হল। বাড়ি-ঘর ছেড়ে মানুষ পালাতে শুরু করল। অনেকে গোপনে গিয়ে আতাবেগ উজবেগ পাহলওয়ানকে খবর দিল। তিনি এসে দুষ্ট লোকদের অনেককে খতম করে চলে যেতেই বাকীরা আরও জোরে শোরে উৎপাত শুরু করল।

সরফুদ্দিন ভেবে দেখলেন, সিরাজ শহরে থাকলে পড়াশোনা ত'হবেই না, প্রাণেরও কোন নিরাপত্তা থাকবে না। তাই দেশ ত্যাগ করার সংকল্প করলেন। কিন্তু বাড়িতে বৃদ্ধা মাকে রেখে কিভাবে বিদেশে যাবেন। সে চিন্তাও করতে লাগলেন।

সরফুদ্দিন ভেবে দেখলেন এরকম অবস্থা হওয়াটা আল্লাহর আজাবের লক্ষণ। কেননা সিরাজ শহরের লোকেরা আল্লাহকে ভুলে গান-বাজনা ও আরাম-আয়েশে জীবন কাটাচ্ছিল।

এদিকে দুষ্ট লোকদের দমন করার ইচ্ছায় ভারতের বাদশাহ সুলতান গিয়াসউদ্দিন সিরাজ আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। লোকেরা শহর লুট হবার ভয়ে নিজ নিজ দামী দামী জিনিস লুকিয়ে রাখতে লাগল। সরফুদ্দিন শুধুমাত্র নিজের ঘরের আসবাবপত্র ও বইপুস্তক লুট হবার ভয় করলেন।

www.pathagar.com

এদিকে মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমে অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে এল। সরফুদ্দিন আহার নিদ্রা ভুলে মায়ের সেবা করলেন। কিন্তু কিছুই হল না। কিছুদিনের ভেতর মা মারা গেলেন। তখন সকলেই সুলতান গিয়াসউদ্দিনের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত। কেউ আর সরফুদ্দিনের কথা চিন্তাও করল না।

সিরাজের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। দু'বার শহর লুণ্ঠিত হল। বড় বড় ধনী গরীব হয়ে গেল। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, ভিক্ষুক আর ভিক্ষা পায় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা না খেতে পেয়ে কাঁদে।

সরফুদ্দিন এবার সিরাজ ছেড়ে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। আব্বা-আম্মা-দু'জনেই ইন্তেকাল করেছেন। এবার তাঁর আর কোন পিছু টান নেই। তাঁর মনের একমাত্র ইচ্ছে, আল্লাহর প্রিয় হতে হবে। আর এজন্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বাগদাদে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলে হয়তো মনের আশা পূর্ণ হবে।

অনেক বন্ধু-বান্ধব তাঁকে সিরাজ ছাড়তে নিষেধ করলেন। কিন্তু তাঁদের ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে থাকলে তো আর জ্ঞান অর্জন করা যাবে না।

www.pathagar.com

বাগদাদের পথে

সরফুদ্দিন নানা রকম চিন্তা-ভাবনা করে বাগদাদে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি ঘরের আসবাবপত্র দান করে দিলেন। বই পত্র সাথে নিয়ে বাগদাদগামী এক কাফেলার সঙ্গে রওয়ানা হলেন। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রথম মনজিলেই তিনি পড়ে থাকলেন। কাফেলা যাত্রাপথে যতগুলো স্থানে অবস্থান করে তাদের প্রতিটিকে বলা হয় এক এক মনজিল।

তাঁকে ফেলে রেখে কাফেলা চলে গেল। সরফুদ্দিন সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপর ভসরা করে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। তিনি ভয় পেলেন না। নিকটে একটি গ্রাম ছিল। সরফুদ্দিনকে এক গৃহস্থ ঘরে অতিথি হতে হল। সে ঘরের বৃদ্ধা সরফুদ্দিনকে আপন ছেলের মত করে সেবা-যত্ন করলেন। কিন্তু দু'একদিনে রোগ ভালো হল না। দীর্ঘ এগার দিন পর তিনি সুস্থ হলেন। এ ক'দিন রোগের মধ্যে-ও সরফুদ্দিন সবার সাথে মধুর ব্যবহার করেছেন। গ্রামের লোকেরা এতে খুব মুগ্ধ হয়েছে। তারা আরও কিছুদিন সে গ্রামে থাকার অনুরোধ করল। কিন্তু সরফুদ্দিন নম্রভাবে বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। গ্রামবাসীরা শেষে অনুরোধ জানাল, ভবিষ্যতে এ পথে গেলে যেন তাদের গ্রামে তিনি বেশ কয়েকদিন থেকে যান। সরফুদ্দিন সম্মত হলেন।

এবার আল্লাহ ছাড়া আর তাঁর কোন সাথী নেই। একাকীই তিনি রওয়ানা হলেন। যে পথ দিয়ে যাচ্ছেন সেটা যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল ও ভয়ঙ্কর পথ। এ পথে কেউ একাকী যেতে সাহস

www.pathagar.com

করে না। দলবদ্ধভাবে যায়। সরফুদ্দিন কোন অবস্থাতেই দমার পাত্র নন। তিনি আল্লাহর ভালোবাসার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পথ চলছেন। সাথে তীর ও তরবারি রয়েছে।

গ্রাম ছেড়ে সরফুদ্দিন নির্জন পথের ওপর দিয়ে বাগদাদ অভিমুখে চলেছেন। দূরে পর্বত দেখা যায়। পর্বতের চূড়াগুলো যেন মেঘের মত আকাশের সাথে মিশে একাকার হয়ে আছে। ক্রমে পর্বতের চূড়া কাছে এসে পড়ল। সরফুদ্দিন মহান আল্লাহর অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টি কৌশল দেখছিলেন। আর মাথা নত করে আল্লাহর তারিফ করছিলেন। এমন সময় দূর থেকে ক'জন লোককে দ্রুত তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। সরফুদ্দিন প্রথমে ভাবলেন বোধ হয় কোন পথিক দল হবে।

দলটি নিকটে এসে গেল। লোকগুলোর চোখ মশালের আগুনের মত লাল। চেহারা ভয়ঙ্কর কালো। দেখতে যেন এক একটা দৈত্য-দানব! ছোরা-বল্লম নিয়ে তারা সরফুদ্দিনের একদম কাছে এসে থামল।

একজন জলদ গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করল, "থাম! যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দাও।"

সরফুদ্দিন মোটেই ভয় পেলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন এরা নিষ্ঠুর ডাকাত। পথিকদের হত্যা করে, লুণ্ঠন করে। কিন্তু একজন খাঁটি মুসলমান কোন অবস্থায় বিচলিত হন না। তিনি বিশ্বাস করেন প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর নির্ধারিত সময় রয়েছে। সে সময়ের আগে হাজার চেষ্টা করলেও কেউ তাকে মারতে পারে না। আবার সময় শেষ হলে দুনিয়ার সব ডাক্তার চেষ্টা করেও কাউকে বাঁচাতে পারে না।

www.pathagar.com

তাই সরফুদ্দিন শান্তভাবে তাদের বললেন, "আমার কথা শোন। আমি একজন ছাত্র আর তোমরা দস্যু। আমি একা বাগদাদে পড়াশোনা করতে চলেছি। আমাকে হত্যা করলে তোমাদের কোন লাভ নেই। শুধু পাপ কামাই করবে। আমার কাছে পবিত্র কেতাব আছে। যদি তোমাদের শখ থাকে তবে অজু করে আমার কেতাব পড়। আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় কর। ডাকাতি করা ছেড়ে দাও। তা'হলে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে। তোমরা সুখী হবে। আমিও তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।"

সরফুদ্দিনের কথাগুলো যেন তীরের মত ডাকাতগুলোর মনে আঘাত করল। ডাকাতেরা জীবনে কখনও এত সুন্দর ও মধুর কথা শোনে নি। তারা মুগ্ধ হয়ে গেল।

ওদের মধ্যে একজন বলল, "তোমার কোন ভয় নেই। আমরা সামান্য টাকার জন্য মানুষ মারি না। এখন তোমার কাছে যা আছে সামনে রাখ।"

সরফুদ্দিন তাদের সামনে পাঠ্য কিতাব ও স্বর্ণমুদ্রা রেখে বললেন, "এই টাকা আমার বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য খরচ হিসেবে সাথে ছিল। এ টাকা পবিত্র টাকা। এ টাকা বাজে কাজে খরচ করো না। এ টাকার সদ্ব্যবহার করে আমাকে সুখী করো। খবরদার! অসৎকাজে ব্যয় করবে না। মনে থাকে যেন!"

ডাকাতগুলো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি সৎকাজে ব্যয় করব?"

সরফুদ্দিন বলেন, "আমার এ টাকা দিয়ে তোমাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভালো শিক্ষক রাখবে। ফরে তারা আল্লাহ-রসূল চিনবে। যুলুম করে পরের মাল নিলে কি শাস্তি হবে তা' বুঝে তোমাদের বোঝাবে। অশিক্ষিত লোক সর্বদা

www.pathagar.com

কুকাজে থাকে। শিক্ষিত লোক আল্লাহর শাস্তির ভয়ে খারাপ কাজকরতে সাহস করবে না। হালাল উপার্জন দিয়ে সুখে কাল কাটাবে। তোমরা জানো, হযরত ফজিল আইয়াজ ডাকাতি পেশা ছেড়ে দিয়ে আল্লার প্রিয় বন্ধু হয়েছেন। এজন্য যুলুম করা বন্ধ কর। তোমরা ভালো হয়ে গেলে আল্লাহ তোমাদেরও ভালোবাসবেন।"

সরফুদ্দিনের এসব কথা শুনে ডাকাতগুলোর মন খুব নরম হল। তারা আদবের সাথে বলল, "আপনার মত ধার্মিক, আলেম, দরবেশ লোকের টাকা নিলে আমাদের দোজখেও জায়গা হবে না। আপনার টাকা আপনি নিয়ে নিন। আমাদের টাকায় আমরা শিক্ষক রেখে আমাদের ছেলেদের শিক্ষিত করব। আজ থেকে আমরা ডাকাতি করা ছেড়ে তওবা করলাম।"

একজন ডাকাত কেতাব-পত্র কাঁধে নিয়ে বলল, "জনাব, এগুলো আপনার চাকরের মত বয়ে আপনাকে বাগদাদ পৌঁছে দেব। ভালো লোকের সাথে থাকলেও পাপের বোঝা কমবে। আমি কত অন্যায় করেছি! জানি না আল্লাহ মাফ করবেন কিনা?"

ডাকাত সর্দার কেঁদে বললেন, "হুজুর,! আপনি আমাদের ওস্তাদ। আমাদের মাফ করবেন। আর দোয়া করবেন যেন ভালোভাবে চলতে পারি।"

ডাকাতরা সরফুদ্দিনকে একটি তেজী ঘোড়া দিল। একজন ডাকাত পথ দেখিয়ে চলল,

সরফুদ্দিন দু'জন সংগীকে নিজের দেশের কথা শোনাতে শোনাতে পথ চলছেন। অনেকদূর পথ চলার পর একটি বিশাল ময়দান সামনে এল।

www.pathagar.com

দুপুর বেলা। সূর্য মাথার ওপর। পথের ধূলোবালিও গরম। রোদের তেজও খুব বেশি। সরফুদ্দিন কখনও নিজে ঘোড়ায় চড়েন, কখনও বা সাথীদের চড়তে দেন। তিনি ভেবে রাখলেন, সামনে গ্রাম পেলে বিশ্রাম করবেন।

হঠাৎ পশ্চিম আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার হয়ে এল। শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়? সরফুদ্দিন দেখলেন দূরের জংগলের ধারে আশ্রয় নেওয়া হয়তো সম্ভব। তাড়াতাড়ি করে সরফুদ্দিন জংগলের ধারে চলে এলেন। কিন্তু সে কী প্রচণ্ড ঝড়! সে ঝড়ের মুখে সরফুদ্দিনের সাথী দু'জন আর সামনে এগোতে পারলো না। তারা একটা গাছের নীচে বসে পড়ল।

সরফুদ্দিন ঝড়ের এই সময় সেখানে বসে বিশ্রাম করলেন। এদিকে যোহরের নামাজের সময় হয়ে এল। তিনি সেখান থেকে ওঠে আর এক গাছের তলে গিয়ে নামাজ আদায় করতে লাগলেন। নামাজ শেষ হতে কিছু বাকী।

এমন সময় একজন সংগীর ভীষণ চীৎকার শুনলেন। সরফুদ্দিন তাড়াতাড়ি করে সেখানে গিয়ে দেখলেন সংগীটি যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়ে বাইরে ফেটে বেরিয়ে গেল। জবাই করা জানোয়ারের মত গোঁ গোঁ ডাক ছাড়তে ছাড়তে সে মারা গেল। দেখতে দেখতে তার পেট গম্বুজের মত ফুলে ওঠল। এরপর ভীষণ শব্দে পেটটা ফেটে গেল। সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ যেন কামানের গোলা ফাটার মতই প্রচণ্ড। সে ভীষণ শব্দে বনের পশু-পাখিরা ছুটে পালাল। লোকটার পেট থেকে নীল পানি বেরোতে লাগল।

সরফুদ্দিন অপর সংগীকে সাথে নিয়ে এক বড় গাছের ডালে চড়লেন। মৃত সংগীটির পরিচয় জানতে সরফুদ্দিনের

ভারী ইচ্ছা হল। তিনি অপর সংগীটিকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সংগীটি জানাল মৃত লোকটি ইস্পাহান শহরের কাজীর ছেলে। শৈশব থেকে খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে সে খারাপ হয়ে যায়। বড় হয়ে আরও খারাপ হয়ে যায়। শেষে টাকার জন্য নিজের বাবাকে খুন করে পালিয়ে যায়। এরপর পয়সার জন্য ডাকাতি শুরু করে। লোকটি মানুষকে পশুর চেয়ে খারাপ মনে করত। শত শত লোকের কাকুতি মিনতিতে কান না দিয়ে সে তাদের হত্যা করেছে। ছোট ছেলেদের গলায় পা দিয়ে টিপে হত্যা করেছে। কারও কথায় তার মন নরম হয়নি। কিন্তু আপনার একটা কথায় তার মন নরম হল। ডাকাতি ছাড়ল। আপনার বোঝা মাথায় নিল। সরফুদ্দিন বুঝলেন যুলুমের ফলেই লোকটি দুনিয়াতে আল্লাহর শাস্তি পেয়ে গেল। তিনি তখনই একটি কবিতার চরণ রচনা করে ফেললেন :

'কাউকে দিও না কষ্ট
অবহেলা ভরে,
এড়ানো যাবে না শাস্তি
অপরাধ করে।'

সংগীটি কবিতার লাইনগুলো শুনে চোখের পানি ফেলতে লাগল। সে বুঝতে পারল পাপ করলে তার শাস্তি পেতে হবে।

সে লোকটি বলল, "হুজুর আমার শরীর কাঁপছে। আমি সামনে যে জাহান্নাম দেখতে পাচ্ছি! উহ্ আমিও জীবনে কত শত লোককে শিয়াল- কুকুরের মত মেরেছি, কত লোক প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনুনয়-বিনয় করেছে। তাদের কোন কথা শুনিনি। তাদের হত্যা করে লুট করেছি!"

www.pathagar.com

হঠাৎ দমকা একটা বাতাসে লোকটি গাছের ডাল ভেঙ্গে এত জোরে নীচে পড়ল যে, তার পাঁজরের হাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হাত-পা আছড়াতে লাগল। গাছের ওপর থেকে সরফুদ্দিন নেমে সংগীর কাছে গেলেন।

সংগীটি সরফুদ্দিনকে বলল, "আমার আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। দয়া করে পাথর দিয়ে মেরে আমার মাথাটা ভেঙ্গে দিন।"

সরফুদ্দিন বললেন, "অসম্ভব কথা। আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে পারব না।"

তখন লোকটি পানির পিপাসায় অস্থির হয়ে পানি চাইল। সরফুদ্দিন পানির খোঁজে বেরুলেন। লোকটি আল্লাহর উদ্দেশ্য বলছিল' "হে আল্লাহ, আমি খুবই পাপী' আপনি ঠিকই বিচার করেছেন। আমি এই ভালো লোকের সাথে কিছুক্ষণ ছিলাম এটার জন্য আপনি পরকালে মুক্তি দেবেন এই আশাই করি।"

সরফুদ্দিন পানির জন্য দু'শ' কদম গেছেন, এমন সময় এক ভীষণ আকৃতির হিংস্র বাঘ সেখানে এসে লোকটিকে খেয়ে ফেলল।

এসব ভীষণ ও ভয়াবহ ঘটনা তাঁর সারা জীবনের জন্য দিক নির্দেশক হয়ে থাকল। আল্লাহর ভয়ে তিনি কোন অন্যায় কথাও কাউকে বলতে সাহস করতেন না।

আবার একাকী যাত্রা শুরু হল। পশ্চিমের দিকে অনবরত তাঁর ঘোড়া ছুটছে। কয়েকদিন চলার পর টাইগ্রীস নদীর তীরে এসে পৌছলেন। নদীর পূর্বদিকে ছিল একটা বড় সরাইখানা। এখান থেকে বারো ক্রোশ দূরে দেখা যায় খলিফার রাজধানী। রূপ ঝলমল মহানগরী বাগদাদ।

www.pathagar.com

সরাইখানার পাশ দিয়ে টাইগ্রীস নদী বয়ে চলেছে। বহু লোক নদীতে গোসল করছে। সরফুদ্দিন নদীর পানিতে গোসল করলেন। সরাইখানাতে রুটি-কাবাব বিক্রি হচ্ছে। সরফুদ্দিন রুটি আর কাবাব কিনে খাওয়া-দাওয়া সারলেন। কামরায় এসে বইপত্র নিয়ে কিছুক্ষণ পড়াশোনা করে তিনি বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার চিন্তা করলেন। এমন সময় অনেকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে নজরে এল। পরনে ছেঁড়া মলিন কাপড়-চোপড় ফুটফুটে সুন্দর চেহারাগুলো কেমন যেন শুকনো বিমর্ষ। বোরখা পরা কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ছেলেগুলোকে সামলে রাখছেন। মনে হচ্ছে ওরা ক্ষুধার্ত। কিন্তু কাউকে লজ্জায় কিছু বলছে না।

সরফুদ্দিন কৌতুহলী হলেন। তিনি সরাইখানার মালিকের কাছে গিয়ে এদের সব কিছু জানলেন। ছেলেমেয়ে ও মহিলাগুলো একদল ব্যবসায়ীর পুত্র-কন্যা ও স্ত্রী। ওদের বাড়ি ব্যাবিলনে। ইরানদেশ থেকে ফেরার পথে ডাকাত দল ব্যবসায়ীদের হত্যা করে ধন-সম্পদ লুঠ করে নিল। এরপর ওরা এই সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছে। সরফুদ্দিন জিজ্ঞেস করে জানলেন যে, পঞ্চাশটি টাকা হলে ওরা বাড়ি ফিরতে পারবে।

সরফুদ্দিন সব ঘটনা শুনে খুব দুঃখ পেলেন। ওদের রুটি ও কাবাব কিনে খেতে দিলেন। এরপর নিজের পড়ার টাকা ওদের দান করে দেশে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরদিন সরফুদ্দিন নৌকা করে নদী পার হলেন। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওয়ানা হলেন বাগদাদের উদ্দেশ্যে।

বাগদাদ নগরীর ইতিহাস বহু প্রাচীন। হাজার হাজার বছর আগের কথা। গ্রীষ্মকালে পারস্য সম্রাট নওশেরোয়া মদায়েন নামক স্থানে বিচার-আচার করতেন। সেখান থেকেই বাগদাদ

www.pathagar.com

শব্দের উৎপত্তি। বাগদাদ শহরের অর্থ হল বাগান। এরপর আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা আল-মনসুর ১৪১ হিজরীতে বাগদাদ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। খলীফা হারুনর রশিদ বাগদাদ শহরের সৌন্দর্য্য বিধান করেন। খলিফা মোস্তাসিম বিল্লাহ। বাগদাদ শহরের বুকে বিশ্ববিখ্যাত নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সরফুদ্দিন ইতিহাস বিখ্যাত বাগদাদ নগরীতে যাচ্ছেন। অপরিচিত নগরীতে কার কাছে উঠবেন, কে তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সাহায্য করবেন–এসব কথা তাঁর মাথায় ঘুরাফেরা করছে। সরফুদ্দিনের পরিচিত একজন খুব ভালো লোক বাগদাদে আছেন। তাঁর বাড়িও সিরাজে। আব্বার বন্ধু লোক। অনেকদিন থেকেই বাগদাদে আছেন। তাঁর নাম হলো মাওলানা সুলতান উদ্দীন আহমেদ সিরাজী।

সরফুদ্দিন আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। মহানবী (সঃ) একটা সুন্দর কথা বলেছেন যার মর্ম হল, "যারা জ্ঞান শেখার জন্য বের হয়, সমস্ত সৃষ্টিজগৎ তাদের জন্য দোয়া করে, এমন কি দরিয়ার মাছ পর্যন্ত তাদের ভালো কামনা করে।" এ জন্য সরফুদ্দিনের কোন অসুবিধা হল না। সরফুদ্দিনের সাথে আরো অনেক লোক বাগদাদ নগরী যাচ্ছিল। দু'জন লোক সরফুদ্দিন সম্পর্কে কি যেন বলাবলি করছে।

সরফুদ্দিন কিছুটা আগ্রহী হলেন কথাটা শোনার জন্য। একজন বলছে, "ঐ ছেলেটাকে সৈয়দ সাহেবের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে।" অপরজনও সায় দিচ্ছে। সরফুদ্দিন পিছনে তাকালেন। এ কী আল্লাহর কুদরত! যার জন্য মনে মনে এত পেরেশান তিনি

www.pathagar.com

তার এত নিকটে এ যে ভাবাই যায়না। হ্যাঁ দেখাতে কোন ভুল নেই। সরফুদ্দিন চিনতে পারলেন। উনিই মাওলানা সুলতানউদ্দিন আহমদ সিরাজী।

কাছে এসে সালাম দিলেন। মওলানা সাহেবের কদমবুসি করে সরফুদ্দিন নিজের পরিচয় দিলেন। মওলানা সাহেব খুব খুশি হলেন। সরফুদ্দিন বাগদাদ আগমনের কারণ বললেন। মওলানা সাহেব তাঁকে সাথে নিয়ে বাগদাদে নিজের বাসায় গেলেন। রাতটুকু আরামের সাথেই কাটল।

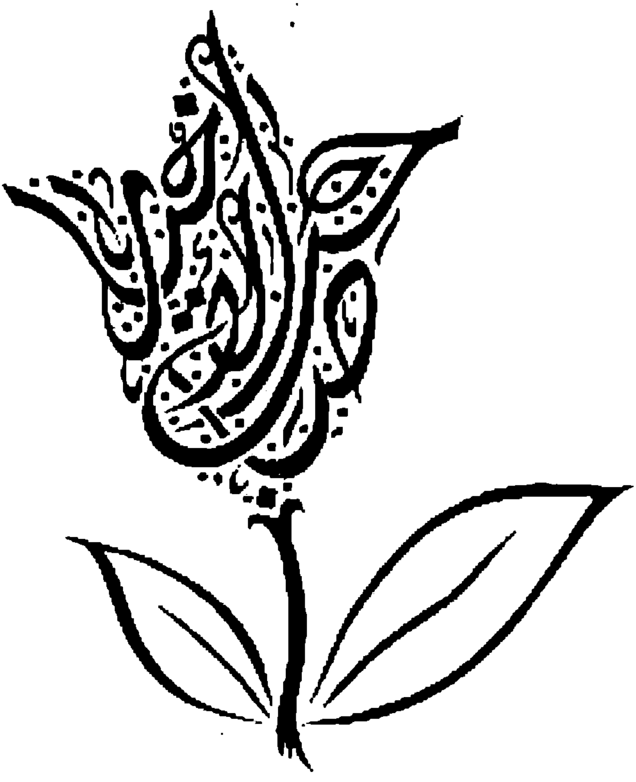

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন

পরদিন মওলানা সাহেবের সাথে বেলা দশটার সময় তিনি নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। আল্লামা সামসুদ্দিন আবুল ফজল ইবনে জুজী (রহঃ) তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত শিক্ষক। তাঁর কাছে সরফুদ্দিনকে নিয়ে গেলেন মওলানা সাহেব। তিনি ভর্তি করে নিলেন তাঁকে। সরফুদ্দিন তাঁর কাছেই পড়াশোনা করতে লাগলেন। তিনি খুব যত্নের সাথে পড়াতে লাগলেন।

সরফুদ্দিনের স্মরণশক্তি খুবই প্রখর। একবার কিছু শুনলেই মনে থাকে। অল্পদিনেই তিনি শিক্ষকের সু-নজরে পড়লেন। মনোযোগী ছাত্র পেয়ে শিক্ষক খুব খুশী হলেন।

নিজামুল মুলক তুসী বাগদাদের খলীফার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ৪৫৯ হিজরীতে নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শত শত কামরা নির্মাণ করা হয়। দশ হাজার ছাত্র এক সময়ে বসে যেন বিদ্যা লাভ করতে পারে সে রকম ব্যবস্থা করা হয়।

সরফুদ্দিন যখন ভর্তি হলেন তখন সাত হাজার ছাত্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত লোকেরা সেখানে শিক্ষকতা করছিলেন। দু'শ জনের বেশি দারোয়ান ছিল। নানা রকম ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রতি দিন সকল ছাত্রকে এক ঘণ্টা করে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হত। তীর, ধনুক, তরবারি ও বর্শা বিশ্ববিদ্যালয়ে মওজুদ থাকত। গরীব বিদেশী ছাত্রদের সরকারীভাবে আহারের ব্যবস্থা করা হত। শত শত ছাত্র এক

www.pathagar.com

সঙ্গে বসে আহার করতে পারত। প্রতি ছ'মাস পর ছাত্রদের কাপড়-চোপড় দেওয়া হতো। সরফুদ্দিন জায়গীর পেলেন। সেখানেই তাঁর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হল।

সরফুদ্দিন পড়াশোনায় খুবই অগ্রসর ছাত্র ছিলেন। ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যে অন্য সহপাঠীরা ঈর্ষা করতো। এ ব্যাপারে শিক্ষককে তিনি জানালেন। শিক্ষক তাঁকে ওদের ঈর্ষার দিকে নজর না দেয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। সরফুদ্দিন সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললেন।

ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্য প্রতি সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মূল্যবান আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে সব ছাত্র যোগদান করতো।

ক্লাশে ছাত্রদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষা করার জন্য প্রতি ক্লাশে একজন প্রহরী নিযুক্ত থাকতো। কোন ছাত্র বিশৃংখলাপূর্ণ কাজ করলে প্রহরী তাকে শিক্ষকদের কাছে সোপর্দ করে শাস্তির ব্যবস্থা করতো।

সরফুদ্দিন দিনের বেলায় ক্লাশে তাফসীর, হাদীস, ইসলামী আইনশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস, ইসলামী আধ্যাত্মবাদ শিখতেন এবং রাতে শিক্ষকদের পরামর্শমত ইবাদত করতেন।

তিনি একদিন যা শিখতেন অন্য ছাত্ররা সে সময়ে তা শিখতে পারত না। তিনি মাত্র তিন বছরে আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বর্তমানে যেমন কোন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়া হয়, তখন দেয়া হতো মওলানা ডিগ্রী। সরফুদ্দিনকে আরবীতে অভূতপূর্ব পারদর্শিতার জন্য মওলানা উপাধি দেয়া হলো।

www.pathagar.com

সরফুদ্দিন অদ্ভূত ছাত্র। অন্যান্য ছাত্র, যারা তাঁকে হিংসা করত তারাও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। আল্লাহর কী অসীম মেহেরবানী! আসলে ভালো হলে আল্লাহ তাঁকে সব দিক দিয়ে সাহায্য করেন। তাই ছ'মাসের মধ্যে যখন সরফুদ্দিন বিশুদ্ধভাবে ল্যাটিন ভাষা শিখলেন তখন সবাই তাঁর মেধাশক্তি দেখে মুগ্ধ হল। এরপর তিনি ইহুদী পণ্ডিতের কাছ থেকে হিব্রু ভাষা এবং অন্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে ইউনানী ও গ্রীক ভাষা শেখেন। তিনি চৌদ্দটি ভাষা শিখেছিলেন। গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-তুর্কী, আরবী, পারসী, হিব্রু,গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, আফগানী, সফিক ও চীনা ভাষা।

সরফুদ্দিন শিক্ষা জীবন শেষে যখন দেশ ভ্রমণে বের হন তখন তিনি যে দেশে যেতেন সে দেশেরই ভাষা শিখে নিতেন। সে ভাষায় স্থানীয় লোকদের সাথে কথা বলতেন। বিদেশি ভাষা তিনি এমনভাবে আয়ত্ত করে নিতেন যে, মনে হত তিনি যেন নিজের মাতৃভাষাতেই কথা বলেছেন।

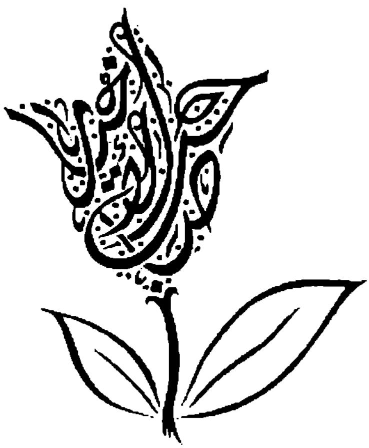

www.pathagar.com

নির্ভিক এক দরবেশের সাথে

বাগদাদ নগরীতে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত আল্লাহ্ ভক্ত সাধক ছিলেন। হযরত শেখ সাহাবউদ্দিন সোহ্রাওয়ার্দী (রহঃ) এমনি এক মহান সাধক ছিলেন। তাঁর কাছে বহু লোক গিয়ে নিজেদের ভালো মানুষ করতে পেরেছেন। সরফুদ্দিন একদিন তাঁর কাছে গেলেন। তিনি ইবাদতের ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দিলেন। সরফুদ্দিন সেভাবে ইবাদত করতে লাগলেন। অল্পদিনেই তিনি আল্লাহ্কে ভালোবাসার আনন্দ পেলেন।

একবার হযরত সোহ্রাওয়ার্দী (রহঃ)-এর সাথে সরফুদ্দিন সমুদ্র পথে হজ্বে যাচ্ছেন। সফর মাসে টাইগ্রীস নদীর তীর থেকে তাঁরা জাহাজে ওঠেন। জাহাজে হজ্বযাত্রী ভরা। হাজার খানেক যাত্রী। জাহাজটি খুব দ্রুতগামী। নানা রকম আনন্দ উল্লাসে যাত্রীদের দিন কাটতে লাগল।

রওয়ানা হবার তিন-চারদিন পর নীল আকাশ জুড়ে কালো মেঘে ভরে গেল। পশ্চিম দিক থেকে হঠাৎ প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। ঝড়ের দাপটে বড় বড় ঢেউ ওঠছে সমুদ্রে। প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজ এদিক-সেদিক ওলট-পালট খাচ্ছে। নাবিকরা চীৎকার করল। যাত্রীরা প্রাণভয়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। জাহাজের ওপর দিয়ে পানির স্রোত বয়ে গেল। চারদিক ঘোরতর অন্ধকার। আর মেঘের ভয়ংকর গর্জন।

হযরত শেখ সোহ্রাওয়ার্দী (রহঃ) জাহাজে বসেছিলেন। এত কিছুতেও তিনি শান্ত রয়েছেন। কিছু যে একটা অঘটন ঘটছে এটা তাঁকে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

www.pathagar.com

অন্যান্য যাত্রীর মৃত্যু আতংক দেখে হযরত সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) ধমকের সুরে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, "ওহে অবিশ্বাসী হজ্বযাত্রীরা! তুফান দেখে মরার ভয়ে অস্থির কেন? তোমাদের কি কোরানে বিশ্বাস নেই? কোরআন জানাচ্ছে যখন মরণ আসবে তখন পেছনে পা সামনে ফেলারও সময় দেবে না। তক্ষুণিই জান কবজ হবে। আমাদের মৃত্যু লেখা থাকলে এখনই মরতে হবে। না লেখা থাকলে কার সাধ্য আমাদের মারে? হাজার দিন ঝড়-তুফান হলেও আমাদের কিছু করতে পারবে না।"

তাঁর কথা শুনে সকলে চুপ করল। তখন তিনি কোরআন পাক পড়তে শুরু করেন। তেলাওয়াত শেষ করে মোনাজাত করতেই ঝড়-তুফান থেমে গেল। নাবিক ও হজ্বযাত্রীরা সবাই অবাক। সবাই শোকরানার নামায পড়ল। চার ঘণ্টা ধরে এই দুর্যোগ চলছিল। এর পরে আর কোন অসুবিধা হয়নি। নিরাপদে জাহাজ জেদ্দায় পৌঁছল। মক্কায় হজ্ব সমাধা করে সরফুদ্দিন হযরত সোহরাওয়ার্দী (রহঃ)-এর সাথে মদীনায় এলেন। প্রিয় নবীর শহরে এক মাস থাকলেন তাঁরা। কিছুদিন পর হযরত সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

বাগদাদের পতন

সরফুদ্দিন যখন বাগদাদে তখন আব্বাসীয় বংশের খলীফা মোস্তাসিম বিল্লাহ্ শাসন করছেন। আট লক্ষ লোক শহরে বাস করে। অধিকাংশ লোকই ধনী। তারা আল্লাহকে ভুলে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত। খলীফা লাখ টাকা দামের পোশাক পরে শহরে বিলাস ভ্রমণ করে থাকেন। সরফুদ্দিন একদিন নিজের চোখে খলীফাকে ভ্রমণ করতে দেখলেন। যে যে পথ দিয়ে খলীফা যাবেন তার পাশের লোকদের খলীফার আগমন বার্তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হতো। সকলে সু-সজ্জিত ভাবে খলীফাকে স্বাগত জানাত।

খলীফার এক মন্ত্রী ছিল বিশ্বাসঘাতক। তার নাম মায়েদিন আকুমি রাফজী। লোকটি খুব লোভী। সে গোপনে অমুসলমান নরপশু তাতার দলপতি হালাকু খাঁকে চিঠি দিয়ে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাল। হালাকু খান চিঠি পেয়ে শহরের কাছে তাঁবু গাড়লেন। দুষ্ট মন্ত্রী রাতের বেলা হালাকু খাঁর কাছে গিয়ে নিজের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নিল। খলীফাকে কলা-কৌশলে ধরিয়ে দেয়ার ওয়াদা করে সে চলে গেল।

খলীফা পরামর্শের জন্য মন্ত্রীকে ডাকরেন। মন্ত্রী মিথ্যা করে বলল, "হালাকু খাঁ আপনার সাথে আপোষ করতে চান। তিনি আপনাকে পরিষদ সহ ডেকেছেন। আপনার ছেলের সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক।"

শান্তিপ্রিয় খলিফা মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে হালাকু খাঁর কাছে নিজের একমাত্র পুত্রসহ গেলেন। হালাকু খাঁ নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু লোক। তিনি তখনই খলীফা, তাঁর পুত্র ও সভাসদদের হত্যা করে ফেললেন।

www.pathagar.com

এরপর বাগদাদ নগরীতে প্রবেশ করে পাইকারীভাবে মানুষ হত্যা করা শুরু হল। লাখ লাখ লোক হত্যা করে বাড়ি-ঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিল তাতার সৈন্যরা। মন্ত্রী রাফজী পুরস্কারের লোভে হালাকু খাঁর দরবারে গেল। হালাকু খাঁ তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে তার কাপড়-জামা খুলে নিয়ে বিদায় দিলেন।

সরফুদ্দিন নিজের চোখে বাগদাদ নগরের ধ্বংস দেখলেন। তিনি এতে খুব দুঃখ পেলেন। বুঝলেন এটা তাদের প্রাপ্য শাস্তি। মুসলমান যখনই আল্লাহর মনোনীত পথ ভুলে যায় তখনই তারা এ রকম শাস্তি পেয়ে থাকে।

ধ্বংসের শহর বাগদাদে আর মন টিকল না সরফুদ্দিনের। তিনি ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য তিনি দামেস্কের দিকে রওয়ানা হলেন।

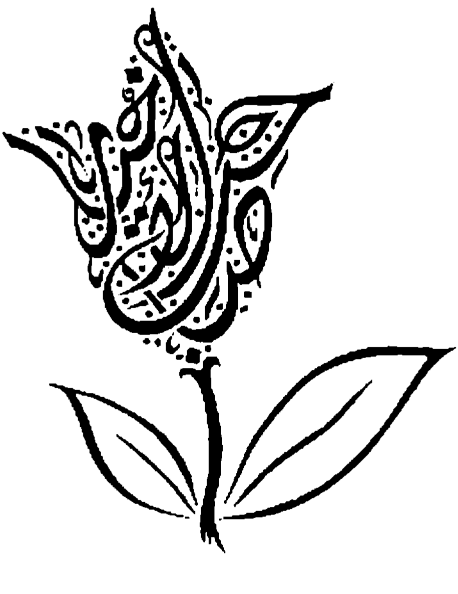

www.pathagar.com

বিয়ে এবং তারপর–

সরফুদ্দিন কিছুদিন দামেস্কে থাকলেন। কিন্তু এক বন্ধুর সাথে কোন এক ব্যাপারে মনোমালিন্য হল। ফলে তিনি এবার বায়তুল মোকাদ্দাস রওয়ানা হলেন। পথে পড়ে এক ঘন জঙ্গল। গাছপালা-ভরা নির্জন শান্ত জায়গা। পানির ঝর্ণাও রয়েছে। এখানে থেকে বনের ফলমূল খেয়ে মহান আল্লাহর ইবাদত করার কথা মনে এল সরফুদ্দিনের। কোন ঝামেলা নেই, সংসারের মায়ার বন্ধন নেই। প্রকৃতির অবাধ মুক্ত পরিবেশে শুধুমাত্র আল্লারহই বন্দেগী করে যাবেন, এই ভেবে সরফুদ্দিন সেখানেই বাস করতে শুরু করেন।

এদিকে বাগদাদে মুসলমান শক্তি ধ্বংসের পর সারা দুনিয়া জুড়ে খৃষ্টান ও ইহুদীরা জোরেশোরে মুসলমানদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করা শুরু করল। মোস্তাসিম বিল্লাহ নিহত হওয়ার পর বাগদাদে দু'বছর পর্যন্ত আর কেউ খলীফা হলেন না। সারা মুসলিম জাহানে নেতৃত্বের অভাবে মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা নষ্ট হল।

এ সময় খৃষ্টনরা কোন মুসলমানকে সুবিধামত পেলেই বন্দী করে নিয়ে দাস হিসেবে বেচে ফেলত। সরফুদ্দিন আল্লাহর প্রিয় লোক। আর আল্লার প্রিয় লোকদের আল্লাহ নানাভাবে পরীক্ষা করেন। এবার তাঁর জীবনে এল নতুন

www.pathagar.com

পরীক্ষা। একদল খৃষ্টান সৈন্য জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সরফুদ্দিন শান্তভাবে বসে ইবাদত করছেন। তারা মুসলমান দেখেই রেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করে ফেলল। এরপর লোহার শিকলে বেঁধে তারা বিলাস নামক স্থানে নিয়ে এল। ইহুদীদের সাথে তাঁকে মাটি কাটতে হল।

সরফুদ্দিন অধৈর্য হলেন না। এটাও আল্লাহ্র এক পরীক্ষা মনে করে তিনি নির্বিকারভাবে মাটি কাটতে লাগলেন। কোন হা-হুতাশ করলেন না। তাঁর মধুর ব্যবহারে অন্যান্য শ্রমিক মুগ্ধ হল।

একদিন হলব নিবাসী এক ধনী লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকদের মাটি কাটা ও বহন করা তাঁর নজরে এল। এমন সময় একজন শ্রমিকের দিকে তাকিয়ে তিনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। এ কী ব্যাপার! এও কি সম্ভব? বিশ্বখ্যাত জ্ঞানী পণ্ডিত সরফুদ্দিন মাটি কাটছেন? এ কিভাবে হল? লোকটি আবার ভালো করে দেখে চিনতে পারলেন। না, তাঁর দেখায় কোন ভুল নেই। উনি সরফুদ্দিনই হবেন।

এগিয়ে গিয়ে সালাম দিলেন তিনি। সরফুদ্দিন চমকে ওঠে তাকিয়ে দেখেন তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধু। বন্ধু আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন তাঁর এ অবস্থার কারণ। তখন সরফুদ্দিন জানালেন যে, অন্যায়ভাবে তাঁকে খৃষ্টানরা বন্দী করে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছে। সব শুনে বন্ধুটি খুব দুঃখিত হলেন। চারদিকে যা দুর্যোগ চলছে, তাতে এরকম ঘটনা অসম্ভব বলে তাঁর কাছে মনে হল না।

www.pathagar.com

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসের মালিকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এরপর সরফুদ্দিনকে টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। ১০টি সোনার টাকা (দিনার) দিতে হল এজন্য। ধনী বন্ধুটি নতুন কাপড় কিনে দিলেন। এরপর যত্নের সাথে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। তিনি সরফুদ্দিনকে আলাদাভাবে বাস করার জন্য একটি বাসাও দিলেন। সেখানে ক'দিন বেশ আরামেই তাঁর সময়টা কাটল।

বন্ধুটির এক মেয়ে ছিল। তিনি সরফুদ্দিনের সাথে মেয়েটির বিয়ে দিলেন। মেয়েটি ধনী কন্যা বলে মনে মনে অহংকারী ছিল। গর্বে যেন তার মাটিতে পা পড়ত না।

সরফুদ্দিন পণ্ডিত ও সাধু লোক। তিনি বিলাসবহুল জাঁকজমকপূর্ণ জীবন পছন্দ করেন না। খুব সহজ সরলভাবে চলা পছন্দ করেন। তিনি গরীব বলে তাঁকে তার স্ত্রী ঘৃণা করত। সবসময় কথাবার্তায় স্বামীর প্রতি একটি তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে ওঠত। সরফুদ্দিনের আয় ছিল কম। এতে স্ত্রী অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত।

একবার কথা প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী বলল ঃ "তুমি না সেই লোক, যাকে আমার আব্বা দশ দিনার দিয়ে কিনেছেন।"

সরফুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে জওয়াব দিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই, দশ দিনার দিয়ে কিনে এক'শ দিনার দিয়ে আবার তোমার গোলাম বানিয়েছেন।"

সরফুদ্দিন স্ত্রীর সাথে থাকা অসম্ভব দেখে স্ত্রীর এক শ' দিনার দেনমোহর আদায় করে বিবাহ সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেন। এরপর হলব শহর ছেড়ে অন্যদিকে রওনা হলেন।

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়ে সরফুদ্দিনের জন্মভূমি সিরাজের কথা মনে হল। কবে সিরাজ দেখতে পাবেন এই ভেবে তিনি খুব উদ্বিগ্ন হলেন। শৈশব-কৈশরের সিরাজ তাঁকে হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে। বিদেশে থাকতে আর মন চাচ্ছে না। এবার তাই তিনি রওয়ানা হলেন সিরাজ নগরীর দিকে।

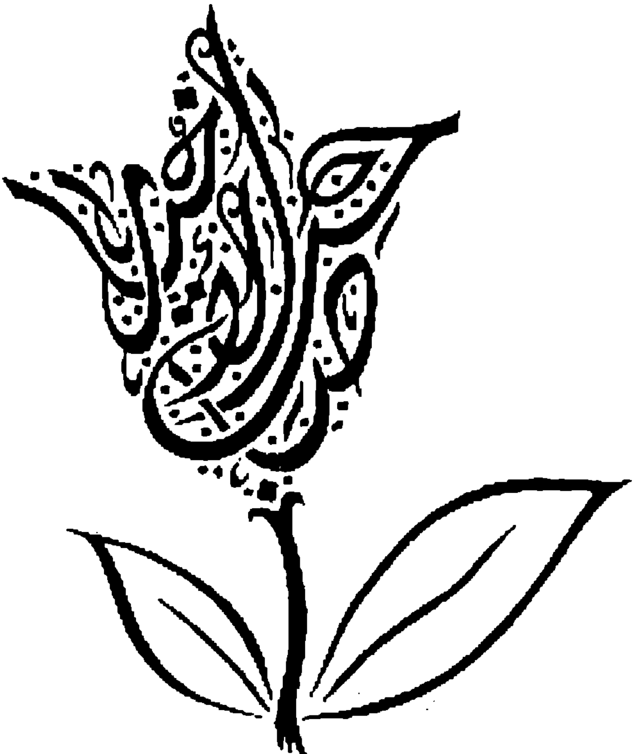

www.pathagar.com

ফিরে এলেন দেশে

সিরাজ নগর। আবার ধনে-জনে পূর্ণ। এ যেন কোরআনে পাকে উল্লেখিত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এক নবী জেরুসালেম নগরী ভ্রমণ করতে এসে দেখলেন শহরের কোন চিহ্ন নেই। বাড়িঘর পুড়ে ছারখার আর মানুষজন কেউ নিহত, কেউ বা পলাতক। জনশূন্য বিরান নগরী দেখে নবী ভাবলেন এ শহর কি আবার আগের মত লোকজনের কোলাহলে ভরপুর হতে পারবে? আল্লাহ্ মানুষের দীলের খবরও রাখেন। তিনি নবীকে শিক্ষা দেয়ার এরাদা করলেন।

নবী একটা গাছের সাথে গাধাটি বেঁধে খাবারের থলিটা পাশে রেখে গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ যেন রাজ্যের সব ঘুম এসে তাঁর চোখে নামল।

ঘুম যখন ভাংলো তখন তাঁর মনে হল যেন খুব বেশি সময় ধরে তিনি ঘুমাননি। আল্লাহ্ জানালেন ঘুমের মধ্যে তাঁর চল্লিশ বছর কেটে গেছে। মৃত জেরুসালেম নগরী আবার আবাদ হয়েছে। লোকজনের কোলাহলে সব যেন জীবন্ত মনে হচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে নবী জেরুসালেম নগরীর পূর্বের ধ্বংসস্তুপের সাথে বর্তমানের জীবন্ত অবস্থার কথা ভেবে আল্লাহ্‌র কুদরতের সামনে মাথা নত করলেন।

www.pathagar.com

সরফুদ্দিন সিরাজ নগরে এসে চারদিকে তাকিয়ে অবাক। আবার সুখশান্তিতে ভরপুর সিরাজ নগরী। দেখে খুব খুশী হলেন তিনি।

এদিকে সিরাজের শাসকের পরিবর্তন হয়েছে। নয়া বাদশাহ সু-শাসক ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর শাসনে দেশের সর্বত্র শান্তি–শৃংখলা ফিরে এসেছে। তিনি আবার সরফুদ্দিনের ছেলেবেলার বন্ধু।

সরফুদ্দিনের দেশে ফেরার সংবাদ চারদিকে বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে নগরবাসী সিরাজের কৃতি সন্তান বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত কবিগুরু সরফুদ্দিনকে দেখার জন্য তাঁর বাড়িতে ভীড় করেছে।

সরফুদ্দিন অনেকদিন পর বাড়ি ফিরেছেন। আব্বাও নেই-আম্মাও নেই। কত স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি ঘর। কিন্তু কেমন যেন শূন্যতা ভরা।

সিরাজের বাদশাহ তাঁর দেশে ফেরার খবরে খুবই খুশী হলেন। তিনি রাজদূত পাঠালেন সরফুদ্দিনের কাছে। সরফুদ্দিন সংবাদ পেয়ে রাজ দরবারে এলেন। বাদশাহ সম্মানের সাথে তাঁকে নিজের কাছে বসালেন। বাদশাহ তাঁর কাছে উপদেশ কামনা করলেন।

সরফুদ্দিন উপদেশ দিলেন, যদি সুনামের সাথে রাজত্ব করতে চান তবে কখনও যুলুম করবেন না। সরফুদ্দিনের সুন্দর সুন্দর কথা ও উপদেশ শুনে সভার লোকজন তাঁকে ফুলের তোড়া

www.pathagar.com

উপহার দিলেন। বাদশাহ নিজে অনেক হীরা জওহার সরফুদ্দিনকে উপহার দিলেন। সরফুদ্দিন বাদশাহকে দোয়া করে চলে এলেন।

সেই টাকা-পয়সা কিন্তু নিজের জন্য খরচ করলেন না, বরং তা দিয়ে একটা বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করলেন।

www.pathagar.com

বাদশাহর ভুল ভাংলো

সিরাজের বাদশাহ প্রথম পীর দরবেশের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। জ্ঞানী আলেম লোকদের তিনি পছন্দ করতেন না। সরফুদ্দিন জগদ্বিখ্যাত গুলিস্তা কিতাব রচনা করে বাদশাহর কাছে পাঠালেন। সে কিতাবে ভারী মজার মজার সত্য ঘটনার মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এরকম একটা গল্প হল ঃ

এক জংগলে একজন দরবেশ ইবাদত করতেন। দলে দলে লোকজন তাঁর অদ্ভুত সাধনার কথা শুনে তাঁকে দেখতে যেতেন। বাদশাহ খবর পেলেন। তিনিও দেখতে গেলেন। দেখলেন দরবেশের শরীর দুর্বল জীর্ণশীর্ণ। কেননা তিনি শুধু গাছের ফলমূল খেয়ে কষ্ট করে আল্লাহর ইবাদত করেন। রাতে ঘুমান না। মাথার চুলে জট ধরেছে। চোখ কোটরে ঢুকেছে। যুবক হলেও তাঁকে মনে হচ্ছে বৃদ্ধের মত। বাদশাহর মনে দয়া হল। দরবেশকে নিয়ে এসে তিনি একটি মনোরম প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অনেক দাস-দাসী তাঁর সেবা করতে লাগল। কাবাব, রুটি, ঘি, মাখন খাবার ব্যবস্থা হল। দামী দামী জামা-কাপড় দেয়া হল পরতে। অল্পদিনেই দরবেশকে ফুটফুটে এক রাজপুত্র বলে মনে হল। আরাম আয়েশে থেকে তিনি ফরজ নামাজ পড়াও ছেড়ে দিলেন। অনেক দিন পর বাদশাহ দরবেশকে দেখতে এলেন। কিন্তু চিনতে না পেরে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বিনীতভাবে জানালেন তিনিই উক্ত দরবেশ। বাদশাহ এ ঘটনা মন্ত্রীকে বললেন।

www.pathagar.com

বিজ্ঞ মন্ত্রী বললেন, "জাঁহাপনা, আপনার ভুল হয়েছে। কেননা দরবেশ অপেক্ষা আলেমদের অর্থ সাহায্য করা উচিত। কেননা টাকা পয়সা পেলে দরবেশরা আল্লাহকে ভুলে ইবাদত ছেড়ে দেয়। আর আলেমরা টাকা-পয়সা পেলে নিশ্চিন্ত মনে জনগণের শিক্ষা দানে মনোযোগী হতে পারে। না হলে পরিবার-পরিজনের জন্য বেশির ভাগ সময় তাদের অর্থ উপার্জনেই ব্যস্ত থাকতে হবে।" বাদশাহ এরপর থেকে আলেম ও পণ্ডিত লোকদের আর্থিক সাহায্য করতেন।

আর একটি ঘটনার কথা সরফুদ্দিন তাঁর কিতাবে লিখেছেন ঃ

এক বাদশাহর সাথে লড়াই চলছিল তাঁর শত্রুর। কিছুতেই জয়ী হতে পারছিলেন না তিনি। তিনি আল্লাহর কাছে মানত করলেন, যদি তিনি জয়ী হন তবে যুদ্ধ করতে যত টাকা তাঁর খরচ হবে তত টাকা তিনি দরবেশ লোকদের দান করবেন। আল্লাহ-পাকের ইচ্ছায় তিনি জয়ী হলেন। তখন চাকরের হাত দিয়ে টাকা পাঠালেন দরবেশদের দান করে আসতে। সারা দিন ঘুরে চাকর টাকা নিয়ে বাদশার কাছে ফেরত এল। জানাল দান করা সম্ভব হয়নি।

বাদশাহ বললেন, তাঁর জানা মতে চারশ' দরবেশ আছেন। চাকর জানালো, "যারা দরবেশ তাঁরা দুনিয়ার টাকার পরোয়াই করে না। আর যারা টাকা নিতে চাইল তারা দরবেশ নয় ভণ্ড। সুতরাং আপনার কথামত আমি কোন দরবেশকে টাকা দান করতে পারলাম না।" বাদশাহ চাকরের বুদ্ধিতে খুশী হয়ে তাকে পুরস্কৃত করে অর্থগুলো আলেম-পণ্ডিতদের দান করার জন্য পাঠালেন।

www.pathagar.com

এসব ঘটনা পড়ে বাদশাহ নিজের ভুল বুঝলেন। এরপর অর্থ বিতরণ না করে আলেম ও পণ্ডিতদের অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। ফলে নগরে ভণ্ড পীর-দরবেশের সংখ্যা কমে এল।

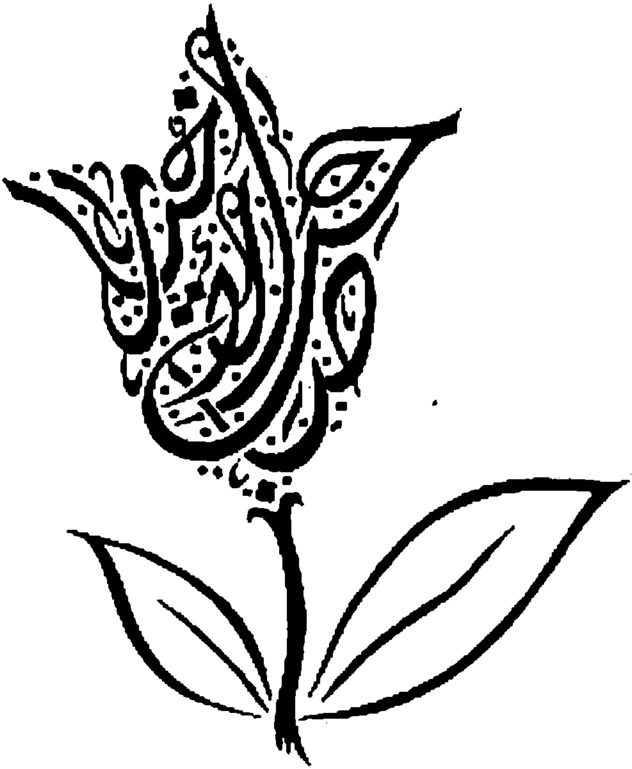

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রিয় কবি

সরফুদ্দিন খুব চমৎকার কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ তাঁর কবিতা পড়ে আল্লাহর দিকে ফিরে এল।

একজন ভালো লোক সরফুদ্দিন সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। মনে করতেন আসলে বোধ হয় ওসব কবিতা ভালো নয়। একদিন রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন আকাশের দুয়ার খুলে গেল। এক জ্যোতির্ময় ফেরেশতা নূরের ঝাণ্ডা হাতে করে পৃথিবীতে নেমে এলেন। তিনি সেই ভালো লোকের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মধুর সুরে একটি কবিতার দুটো লাইন পড়লেন। ফেরেস্তা বললেন, "এই লাইন দুটো সরফুদ্দিনের রচিত। এই কবিতা আল্লাহ পছন্দ করেন বলেই আমি সবসময় পড়ি।" কবিতার লাইন দুটো হল ঃ

বরগে দরখতানে সবজোদার
নজরে হুঁশিয়ার
হর ওরকে দফতারেস্ত
মায়ারফতেকরদেগার
(অনুবাদ ঃ চেয়ে দেখো ঐ গাছের পাতাকে)
তারা শুধু পাতা নয়
প্রতিটি পাতায় মহান
আল্লাহর পরিচয়। (শিল্পী)

www.pathagar.com

ভালো লোকটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি উঠে চললেন সরফুদ্দিনে বাড়ির দিকে। গিয়ে দেখেন সরফুদ্দিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঐ লাইন দুটো পড়ছেন। ভালো লোকটি সরফুদ্দিনের কাছে সব ঘটনা বলে নিজের অপরাধের জন্য মাফ চাইলেন।

সরফুদ্দিন বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে।

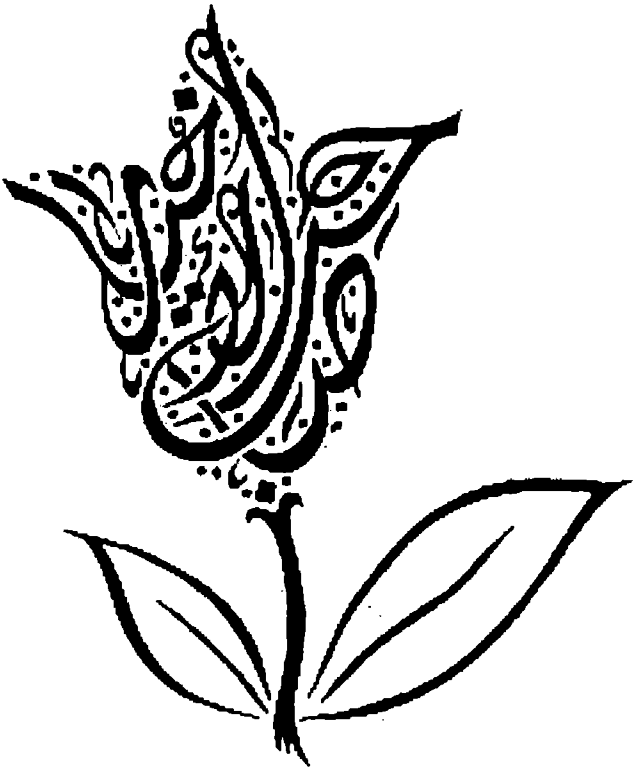

www.pathagar.com

মূর্তির কেরামতি-রহস্যভেদ

সরফুদ্দিন এতদিন সিরাজ নগরেই ছিলেন। কিন্তু আবার তাঁকে বিদেশ হাতছানি দিয়ে যেন ডাকল। তিনি বিদেশ ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এদিকে সিরাজ শহরের বাদশাহ আতাবেগ আবু বকর পঁয়ত্রিশ বছর দেশ শাসন করে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর পুত্র সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর শোক এত গভীর হয়ে পুত্রের বুকে লাগলো যে, তিনি বারো দিন পর ইন্তেকাল করলেন। সিরাজ শহর শাসকশূন্য হয়ে থাকল। সরফুদ্দিন আপন প্রিয়বন্ধু বাদশাহ আবু বকরের ইন্তেকালে গভীর দুঃখ পেলেন। সিরাজ শহর আর তাঁর ভালো লাগল না।

সিরাজ শহর ছেড়ে সরফুদ্দিন সমরকন্দ হয়ে চীনে গেলেন। ভারত হয়ে সিরাজের ওপর দিয়ে আরবে গেলেন।

মক্কা-মদীনা হয়ে আফ্রিকা মহাদেশে গমন করলেন। মিশর, ইয়ামেন, দামেস্ক, বায়তুল মোকাদ্দাসসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ-স্পেন, খোরজাম, ইতালী, আরমানিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এবং জাপানেও তিনি গেলেন।

ভারতে তিনি মুলতান, পাঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করে গুজরাটে গেলেন। সেখানে খুব মজার এক ঘটনা ঘটল।

গুজরাটের দক্ষিণে পত্তন নগরে সোমনাথ বলে এক মন্দির রয়েছে। এই শিব মন্দির হিন্দুদের সর্বপ্রধান তীর্থ কেন্দ্র। সাদা পাথরে তৈরি খুব সুন্দর মন্দির এটা। কয়েক হাজার বছর আগে

www.pathagar.com

কুষাণ রাজার আমলে সোমনাথের এক লোক শিবকে নাথ বলে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তিটি তামার তৈরি। মাটির ওপর দশ হাত লম্বা ছিল এটি। মাটির নিচের চার হাত পর্যন্ত পোতা থাকত। এছাড়া শত শত সোনা-রূপার তৈরি মূর্তি ছিল।

দু'হাজার গ্রাম এই মন্দিরের খরচের জন্য খাজনা দিত। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণে দু'হাজার পূজারী পূজা করত। পাঁচ শ' কুমারী মেয়ে মন্দিরে নাচত। তিন শ' গায়ক দেবতার জন্যে গান গাইত। দু'শ মণ সোনার শেকলে বাঁধা একটা বড় ঘণ্টা ছিল মন্দিরে। বহু দূর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যেত।

মন্দিরে দু'শ মণ ওজনের যে সোনার ঘড়ি ছিল সে ঘড়ি থেকে মাস, তারিখ ও প্রহর বোঝা যেত। ভারতের প্রায় সব রাজা নিজেদের সুন্দরী মেয়েদের দেবতার সেবার জন্য সোমনাথে পাঠাতো। এদের বিয়ে হত না। কৈলাশ ধামে থাকলে সুখে থাকবে এ ধারণা করে রাজারা মেয়েগুলোর জীবন নষ্ট করে দিত। প্রতিদিন হাজার মাইল দূরের গঙ্গা থেকে পানি এনে শিবকে গোসল করান হত। বহু ধনরত্ন মন্দিরে জমা ছিল। সুলতান মাহমুদ ভারতে এসে সোমনাথ মন্দিরের মিথ্যা দেবতাকে ভেঙ্গে দিলেন। ফলে বহু হিন্দুর ভুল ভাঙ্গলো। তারা ভাবল, যে দেবতার নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই সে কেমন করে অন্যের মঙ্গল করবে? এ কারণে লোকেরা সোমনাথে যাওয়া বন্ধ করল। ব্রাহ্মণরা সাধারণ জনগণকে ঠকাত দেবতার নাম দিয়ে। সুলতান মাহমুদের সময় উপযোগী কাজের ফলে লোক ধোঁকাবাজি থেকে বেঁচে গেল।

কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণরা অসুবিধায় পড়লো। ক'দিন পর তারা হাতীর দাঁতের তৈরি সুন্দর একটা শিব মূর্তি সোমনাথের মন্দিরে আবার প্রতিষ্ঠা করল। আগের মত পূজা জমল না। মাত্র দশ বারো জন পূজারী ছিল।

www.pathagar.com

সরফুদ্দিন দিল্লী যাওয়ার পথে সোমনাথের মন্দির দেখে কৌতূহলী হলেন। হাজার হাজার লোক মন্দিরে গিয়ে কি করে দেখতে তাঁর খুব ইচ্ছা। ভেতরে ঢুকে মূর্তি দেখে তো তিনি অবাক! মূর্তিগুলো সোনা-রূপার তৈরি। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে।

সরফুদ্দিন একজন পূজারী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন সংস্কৃত ভাষায়, "এখানে এত লোক আসে কেন?"

ব্রাহ্মণ বলল, "শিব মানুষের মনের কামনা পূরা করেন। শিব পূজা না করলে নরকে যেতে হয়।"

সরফুদ্দিন বললেন, "কেমন বোকা! যার নড়া চড়ার ক্ষমতা নেই, সে কেমন করে অন্যের উপকার করবে? তোমাদের মূর্তি পূজা করতে লজ্জা লাগে না?

সরফুদ্দিনের কথা শুনে ব্রাহ্মণরা রেগে আগুন। শত শত লোক তাঁকে মারার জন্য এল। চারদিক হতে তাঁকে ঘিরে ফেলল লোক। সরফুদ্দিন নিরূপায় হয়ে কৌশল অবলম্বন করলেন।

সরফুদ্দিন বলেন, "মূর্তির গুণাগুণ না জেনে আমি একথা বলেছি। দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু যদি এর মাহাত্ম্য জানতে পেতাম তা'হলে ভারী ভালো হত।"

ব্রাহ্মণ এবার সরফুদ্দিনের কথা শুনে খুশী হল। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে সে মনে করল স্বজাতির কোন সংস্কৃতজানা পণ্ডিত হবেন সরফুদ্দিন। তিনি স্বরচিত একটা সংস্কৃত ভজন গেয়ে ব্রাহ্মণকে শোনালেন—

'তপ জপ না কাম আয়েগা
জেস অন্তরমে কুছ নাই,
জো-মন জপতা হ্যায়
সাচ্চা ওহিত ভাই।।
পূজারীরা খুব খুশি হলো ভজন শুনে।'

www.pathagar.com

সরফুদ্দিন তখন বললেন, "দেবতার মহিমা নিজের চোখে দেখে ভক্তি ভরে আমি পূজা করতে ইচ্ছুক। ব্রাহ্মণরা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্দিরে রেখে দিল। মন্দিরে তিনি রাত কাটালেন। দু'জন ব্রাহ্মণও তাঁর সাথে থাকলেন।"

সকাল বেলায় লোকজনের মন্দির প্রাঙ্গণ ভরে গেল। চারদিকে গান বাজনা চলছে। করতাল বাজিয়ে ভজন গাওয়া হচ্ছে। ব্রাহ্মণরা পূজার আয়োজনে ছুটাছুটি করছে। শংখ ও ঘণ্টা বাজিয়ে সমবেত লোকদের শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হলো। সকলে গলায় কাপড় দিয়ে জোড় হাতে প্রার্থনা করল। ব্রাহ্মণ পূজার মন্ত্র পড়ে যেমনি সমবেত লোকদের মঙ্গল কামনা করল অমনি শিবের মূর্তি ওপরে দু'হাত ওঠাল। মনে হল যেন তাদের প্রার্থনা কবুল হয়েছে। তা দেখে ভক্তরা আনন্দে জয়ধ্বনি করে ওঠলো।

ব্রাহ্মণরা তখন সমবেত লোকদের বেলপাতা দিয়ে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দক্ষিণা আদায় করল। সকলে খুশী মনে দেবতার প্রসাদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল। একজন ব্রাহ্মণ এসে জিজ্ঞেস করল সরফুদ্দিনকে, "দেখলেন তো শিবের ক্ষমতা, এখন বিশ্বাস হয়? ভক্তি হল আপনার?"

সরফুদ্দিন তাঁকে খুশী করার জন্য বললেন, "সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। আমার এত ভক্তি হয়েছে যে, এখন আমি ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে চাই।" ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে সরফুদ্দিনকে আরও কয়েকদিন মন্দিরে রেখে দিল। সরফুদ্দিন ব্রাহ্মণের বেশ ধরে শিবের হাত ওঠানোর রহস্য বের করার জন্য মনোযোগী হলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ভজন রচনা করে ব্রাহ্মণদের শেখালেন। তারা তাঁকে গুরুরমত বিশেষ আদর যত্ন করল। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য ধন্যবাদ দিতে লাগলো। স্বধর্মের লোক ভেবে পূজা করার ভার তাঁর ওপর দিল।

www.pathagar.com

একদিন রাতে অন্যান্য ব্রাহ্মণ সরফুদ্দিনকে একা রেখে নিজেদের ঘরে গেল। মন্দির লোকশূন্য, নির্জন। সুযোগ পেয়ে সরফুদ্দিন শিবের হাত নাড়ার রহস্য ভেদ করতে বের হলেন। তিনি শিবের পেছনে গিয়ে যেমনি পোছন দিকের পর্দা ওঠালেন অমনি দড়ি হাতে এক বুড়ো রোগা ব্রাহ্মণকে চুপ করে বসে থাকতে দেখা গেল। প্রতিমার কাঁধের ভেতর দিয়ে একটা দড়ি বুড়া ব্রাহ্মণের হাত পর্যন্ত গেছে। ব্রাহ্মণ দড়ি ধরে টান দিলেই প্রতিমার যুগল বাহু ওপরে ওঠে। সরফুদ্দিন এতক্ষণে সব রহস্য ভেদ করতে পারলেন।

লুকিয়ে থাকা ব্রাহ্মণকে তিনি ধমক দিলেন, "ধোকাবাজ পান্ডা। প্রতারণা করে অজ্ঞ মানুষকে ঠকাও।"

রহস্য ফাঁক হতে দেখে সে খুব ভয় পেল। মন্দির থেকে দৌড়ে পালাল।

www.pathagar.com

দুর্গম পথের অক্লান্ত যাত্রী

সরফুদ্দিন সোমনাথ হতে আজমীর হয়ে দিল্লী এলেন। তখন মুহম্মদ তুগলক দিল্লীর বাদশাহ্। তাঁর দরবারে কবি আমির খসরু কবিতা রচনা করে শোনাতেন। তিনি বাদশার দেওয়ান ছিলেন।

পঁচিশ বছরের যুবক আমির খসরু সংস্কৃত হতে উর্দূ ও ফারসী কেতাব অনুবাদ করেন। সরফুদ্দিন সেগুলো দেখে সংশোধন করে দিলেন। যুবকের প্রতিভা দেখে তিনি দেওয়া করে বললেন, "তুমি আমার মত বিখ্যাত কবি হবে।"

দিল্লীতে তখন হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহঃ) বিখ্যাত ওলী ছিলেন। সরফুদ্দিন তাঁর কাছে গিয়ে মুরিদ হলেন। এরপর এডেন ও ইয়ামন হয়ে তিনি হেজাজ গেলেন।

হজ্ব শেষ করে সরফুদ্দিন পায়দলে ইয়ামেনে গেলেন। শহরের লোকেরা তাঁর আগমনবার্তা শুনে খুব খুশী হল। তাঁরা মহাসমারোহে সরফুদ্দিনকে অভ্যর্থনা জানাল। তিনি লোকদের ভালো কথা শোনালেন। তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে বহু লোক মদ ও গান-বাজনা ছাড়ল আর নামায পড়া শুরু করল। সরফুদ্দিন খুব ভক্তিভরে কোরআন পড়লেন। যারা শুনত তারা কেঁদে বুক ভাসাত।

ইয়ামেনে এক মাস থেকে তিনি মক্কা রওয়ানা হলেন। বয়স হয়ে গেছে। আগের মত চলাফেরার শক্তি নেই। কত সমতল ভূমি পার হলেন! কত মরুপথ অতিক্রম করলেন! পাহাড়িয়া পথ পার হতে গিয়ে পাথরে লেগে পা থেকে রক্ত বেরুল। কিন্তু তবুও শত শত মাইল পথ তিনি হেঁটে গেছেন।

www.pathagar.com

মক্কার কাছে এসে বনের ধারে সরফুদ্দিন বসে পড়লেন। আর তাঁর চলাফেরার শক্তি নেই সে পথে এক উটচালক এল। সরফুদ্দিন তাঁকে অনুনয়-বিনয় করে মক্কা পৌঁছে দিতে বললেন। কিন্তু সে লোক রাজী হল না। সে বলল তার উটটি দুর্বল। লোক বহন করতে পারবে না। সে রাতে সরফুদ্দিন বাবলা গাছের ঝোঁপের কাছে গিয়ে বিশ্রাম নিলেন।

উট চালকের কথামত তিনি ফজর নামায পড়ে কাবার পথ ধরলেন। দু'তিন ক্রোশ যাবার পর তিনি আল্লাহর মেহেরবানীতে নিরাপদে মক্কা পৌঁছলেন।

মক্কা থেকে তিনি মদীনা রওয়ানা হলেন।

মদীনা জেয়ারত শেষে সরফুদ্দিন সিরাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথের ধারে একটি নদী। নদী পার হতে দেখা গেল এক লোক আহত হয়ে পড়ে আল্লাহর শোকর করছে। মনে হল কোন হিংস্র জন্তু তাঁকে কামড়িয়েছে। সরফুদ্দিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আহত হয়ে আপনি আল্লাহর শোকর করছেন কেন?"

জওয়াবে দরবেশ লোকটি বললেন, "পাপে লিপ্ত না হয়ে বিপদে পড়া ভালো নয় কি? এই অসুস্থ অবস্থায় কোন পাপ করিনি বলে আল্লাহর শোকর আদায় করছি।"

জওয়াব শুনে সরফুদ্দিন মুগ্ধ হয়ে দরবেশকে অভিনন্দন জানালেন।

www.pathagar.com

মন্দ থেকে ভালো

একবার বলবক নগরের জামে মসজিদে সরফুদ্দিন ইসলামী বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কয়েকজন দস্যু প্রকৃতির লোক নিকটে বসে গল্প করছিল। সরফুদ্দিন অনেক কথা বললেন। কিন্তু ওদের মন নরম হল না। তখন একদল ভালো লোক তাঁকে আরো ভাষণ দেয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি আরো উপদেশপূর্ণ কথা বললেন। ভালো লোকগুলো আল্লার ভয়ে কাঁদলেন। সেই দস্যুপ্রকৃতির লোকগুলো এবার মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে তারাও কাঁদলো। পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ভালো হয়ে গেল।

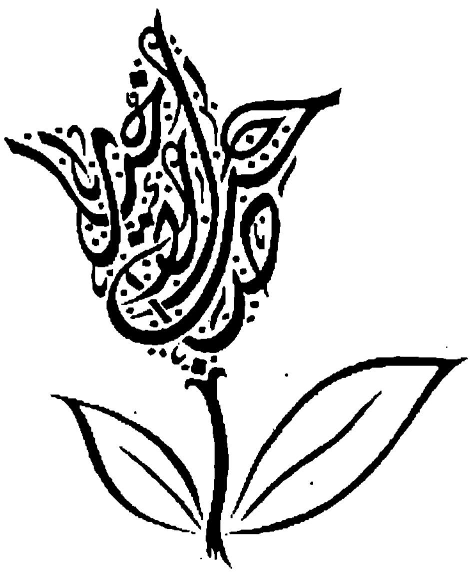

www.pathagar.com

নিরহংকারী পণ্ডিত

কবিগুরু ও মহাপণ্ডিত হয়েও সরফুদ্দিনের মনে কোন অহংকার নেই। ছেলেবেলার একটা ঘটনা তাঁর মনে পড়ে। সিরাজের জামে মসজিদে সরফুদ্দিন ও তাঁর আব্বা সৈয়দ সাহেব সারা রাত জেগে ইবাদত করছেন। পাশে কিছু লোক ঘুমাচ্ছেন।

সরফুদ্দিন আব্বাকে বললেন ঃ এসব লোক যদি আমাদের মত ইবাদত করতেন তবে কতই না ভালো হত!

বাবা শুনে বুঝলেন, রাত জেগে ইবাদত করাতে ছেলের মনে গর্বের ভাব জন্মেছে। কিন্তু ইবাদত করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে আল্লাহ তার ওপর নারাজ হন। তাই তিনি শাসনের জন্য বললেন ঃ "আত্মগরিমা করার থেকে রাত জেগে ইবাদত না করে ঘুমালেই বরং ক্ষতির আশংকা নেই।

এরপর থেকে সরফুদ্দিন নিজেকে কখনো অন্যের তুলনায় উত্তম মনে করেননি। তিনি সাধারণত কোথাও গেলে নিজের পরিচয় দিয়ে সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পছন্দ করতেন না।

সরফুদ্দিনের রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ গুলিস্তা ও বুস্তার মধ্যে কোথাও আত্মপ্রচার নেই, রবং নিজের জীবনের অনেক ঘটনাও তৃতীয় ব্যক্তির নামে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাশগড়ের জামে মসজিদে সরফুদ্দিন একজন তরুণ ছাত্রকে বসে বসে পড়তে দেখলেন। ছেলেটি দেখতেও সুন্দর, কণ্ঠস্বরও

www.pathagar.com

সুন্দর। সে সময়ে খোরজাম অধিপতি খতার অধিপতির সাথে সন্ধি করার জন্য কাশগড়ে অবস্থান করছিলেন। ছেলেটি পড়ছিলঃ যায়েদ ওমরকে মেরেছে? তবে ওমরের দোষটা বেশি।

সরফুদ্দিন ছাত্রটির কাছে এসে কৌতুক করে বললেন, "আমাদের দু'রাজার সন্ধি হচ্ছে। কিন্তু যায়েদ আর ওমরের বিবাদ কি আর মিটবে না?"

ছাত্রটি বেশ বুদ্ধিমান। সে সরফুদ্দিনের কথায় হেসে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, "আপনার জন্মভূমি কোথায়?"

সরফুদ্দিন বললেন, "আমি সিরাজ নগরের লোক।"

ছাত্র বলল, "আপনি কি সরফুদ্দিনকে চেনেন? তাঁর কোন কবিতা আপনি জানলে আমাকে শোনান।

সরফুদ্দিন তাঁর একটি কবিতা আরবীতে অনুবাদ করে শোনালেন। ছাত্রটি আরবী ভাষাভাষী হয়েও কবিতাটি বুঝতে অক্ষম হল। তখন তিনি পারসী ভাষায় স্বরচিত কবিতা পড়লেন। ছেলেটি মুগ্ধ হয়ে শুনল।

ছাত্রটি সারারাত ধরে ঐঅদ্ভুত লোকটি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে ঘুমাতে পারল না।

এক লোক ছাত্রটিকে বলল, "তুমি এত চালাক হয়েও বুঝতে পারলে না? যাঁর সাথে কথা বলছিলে তিনিই সরফুদ্দিন। ছাত্রটি পরদিন তাঁর কাছে গিয়ে নম্রভাবে আদবের সাথে ক্ষমা চাইল।

সে বলল, "জনাব গতকালই আপনি পরিচয় দিলে আপনাকে ভক্তি করতাম এবং অনেক কিছু শিখতে পারতাম।"

ছাত্রটি তাঁকে সে শহরে আরও বেশি দিন থাকতে অনুরোধ করল। কিন্তু সরফুদ্দিন আগেই চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। ফলে তিনি আর থাকলেন না। রওয়ানা হয়ে গেলেন দূরদেশের উদ্দেশ্যে।

===০===

www.pathagar.com

মসী ছেড়ে অসি ধারণ

বাগদাদ ছেড়ে সরফুদ্দিন মিসরে ছিলেন দেড় বছর। বায়তুল মোকাদ্দাস নিয়ে মুসলমানদের সাথে খৃষ্টানদের দুর্যোগ মুহূর্তে সরফুদ্দিন স্থির থাকতে পারলেন না। মসী ছেড়ে অসি ধরতেও তিনি দ্বিধা করলেন না।

আল্লাহর পথের নিজের শেষ রক্ত বিন্দু দান করার জন্য প্রত্যেক খাঁটি মুসলমানের অন্তরে ইচ্ছা থাকে। সরফুদ্দিনও তাই বীরের মত লড়াই করে শহীদ হবার আকাঙ্খায় মুসলিম সৈন্যদলে ভর্তি হলেন। জেহাদের ময়দানে আল্লাহর পথে প্রাণ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে তিনি কবিতা রচনা করে জোরে জোরে পড়তেন। তাঁর কবিতা শুনে সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে লড়াই করত। ফলে মুসলমানগণ যুদ্ধে বিজয়ী হলেন। লড়াই করার জন্য তিনি রোমেও গিয়েছিলেন।

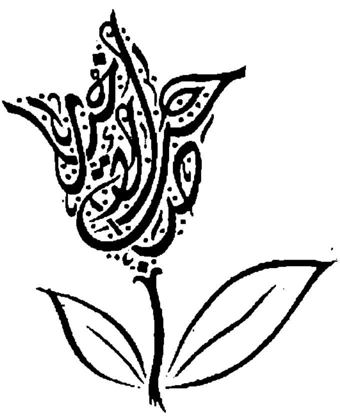

www.pathagar.com

জালেম সম্রাটের পরিবর্তন

একবার সরফুদ্দিন রাজপথ দিয়ে হাঁটছেন। এমন সময় সে পথ দিয়ে তাতার সম্রাট আবাকা খাঁ সভাসদদের সাথে নিয়ে চলছেন। সরফুদ্দিন রাস্তার এক পাশে সরে গেলেন। সম্রাটের বিশ্বস্ত সভাসদ শামসুদ্দিন ও আলাউদ্দিনও সাথে আছেন। তাঁরা দু'জন আবার সরফুদ্দিনের ভক্ত। সরফুদ্দিনকে দেখতে পেয়ে দু'জনে ছুটে গিয়ে তাঁর কদমবুসি করে সম্মান জানালেন। বাদশাহ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাণ্ড দেখে রেগে গেলেন। তারা ফিরতেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ "লোকটি কে?, তারা বললেন ঃ "খুব ভালো লোক এবং বিশ্ববিখ্যাত কবি।" সম্রাট তাঁর দরবারে আসার আমন্ত্রণ জানালেন সরফুদ্দিনকে।

সরফুদ্দিন সম্রাটের কাছে এলেন। উপদেশ শুনে সম্রাট সেদিন থেকে যুলুম করা ছেড়ে দিলেন। সম্রাট সরফুদ্দিনকে খুব সম্মান করলেন।

সরফুদ্দিনের এক মুরিদ ছিলেন বাগদাদের শাসক আলাউদ্দিন। তাঁর চেষ্টায় তারা মুসলমান হয়।

৬৬৭ খৃস্টাব্দে অমুসলিম তাতার আনকিয়াসু ইরানের শাসক হন। তিনি মুসলমানের ঘৃণা করতেন। কিন্তু সরফুদ্দিনের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। অনেক সময় রাজসভায় ডেকে এনে তাঁর কাছ থেকে উপদেশ শুনতেন।

www.pathagar.com

একবার দামেস্কের মসজিদে সরফুদ্দিন নামায পড়তে গেলেন। আরবের কোন এক এলাকার বিখ্যাত এক জালেম শাসক পরাক্রান্ত শত্রুর মোকাবিলায় আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া চাইলেন তাঁর কাছে। সরফুদ্দিন নির্ভীকভাবে তাঁকে বললেন, "আপনি গরীব প্রজার প্রতি দয়া দেখান তবে বাঁচতে পারবেন। না হলে দোওয়া করলেও আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচতে পারবেন না।"

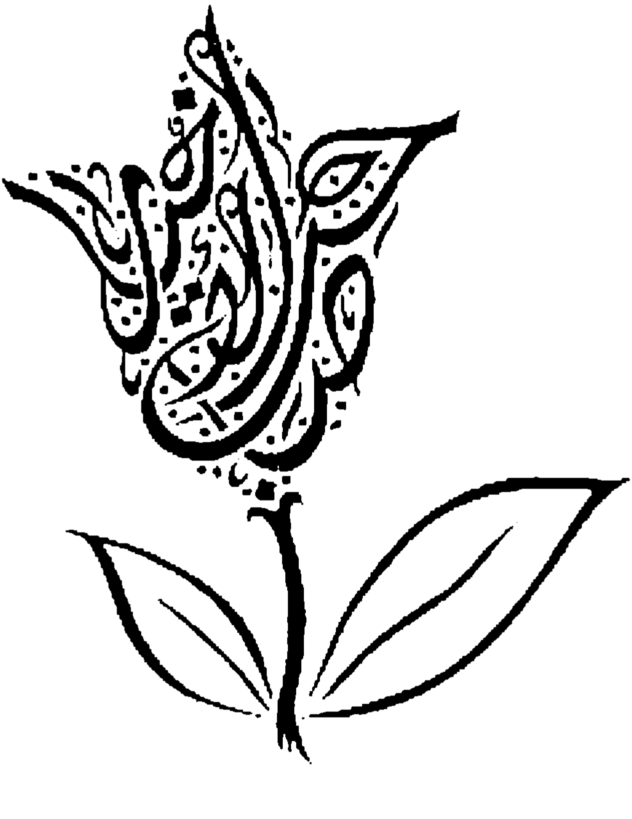

www.pathagar.com

টাকার বিচিত্র ঘটনা

সম্রাটে দেওয়ান শামসুদ্দিন একবার পাঁচ শত সোনার টাকা উপহার দিলেন সরফুদ্দিনকে। চাকর তা থেকে দেড় শত টাকা আত্মসাৎ করে সাড়ে তিন শত টাকা তাঁকে দিলেন। পরে চাকরের চুরি ধরতে পেরে সরফুদ্দিন কবিতার আকারে পত্র পাঠালেন সরফুদ্দিনের কাছে ঃ আল্লাহ্ প্রতি টাকার বদলে যেন আপনার এক বছর আয়ু বাড়ান অর্থাৎ সাড়ে তিনশ' বছর আপনার আয়ু হোক।' শামসুদ্দিন ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। চাকরকে জেরা করতেই সে চুরি স্বীকার করল। তখন বাকী দেড়শ' টাকাও সরফুদ্দিনের কাছে পাঠান হল।

বাগদাদের শাসক আলাউদ্দিন সরফুদ্দিনকে একবার পঞ্চাশ হাজার সোনার টাকা দিলেন। সরফুদ্দিন সে টাকা দিয়ে পাহাড়ের নিচে বিদ্যালয় ও ইবাদাতের ঘর তৈরি করালেন।

www.pathagar.com

বই কথা বলে

জ্ঞানী, গুণী, লেখক, কবি, তখনকার দিনে অনেক ছিলেন। কিন্তু সরফুদ্দিনের যেন তুলনা নেই। সবাই তাঁকে চেনে, জানে আর ভালোবাসে। লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম। সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু বাগদাদ বা শিক্ষাদীক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্র ইরান, সিরাজ, মক্কা, মদীনা বা অন্যকোন স্থানে তাঁর মত এত প্রিয় কবি সেকালে যেন আর ছিলেন না।

লোকের মুখে মুখে এ কান সে কান হয়ে একদিন তখনকার প্রবল প্রতাপশালী ও খ্যাতিমান দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তোগলকের কানে সে কথা এল। তিনি আবার গুণীর কদর করতে জানেন। যেই শোনা আর কোন কথা নেই। লোক পাঠালেন সরফুদ্দিনের কাছে। দরবারে আপনার মত লোকের প্রয়োজন। সুলতান অধীর আগ্রহে প্রাণভরা আকুতি নিয়ে আপনার আগমনের অপেক্ষা করছেন। সব খরচ তিনি দেবেন। টাকা পয়সার কোন চিন্তা ভাবনা করতে হবে না।

সরফুদ্দিন ততদিনে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আগের মত আর চলাফেরা ভালো লাগে না। হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে ওঠেন। শরীরটা একটু আরাম চায়। চোখেও আগের মত দেখতে পান না। শৈশব থেকে সারা জীবনটাই তিনি সফরেই কাটালেন। এবার স্বদেশের মাটি ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন-জীবনের বাকী দিনগুলো জন্মভূমিতে থেকে ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দেবেন।

www.pathagar.com

তাই তিনি দুঃখ ভরামনে সুলতানকে এ কথা জানালেন। সুলতানের মনের ব্যথা দুর করার জন্য তিনি তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ গোলেস্তাঁ ও বুস্তার দুটো কপিও পাঠালেন। আর বললেন.ঃ আমি না থাকলে কি হবে, এ দুটোতে আমাকে পাবেন।

সরফুদ্দিনের অমর রচনা গোয়েস্তাঁ ও বুস্তা পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষের বড়ই আদরের ধন। ফারসী ভাষা থেকে কত যে ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। এর ভাব, ভাষা আর আবেগ মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। মানুষ তাঁর রচনা পড়ে একদিকে যেমন আনন্দও পায় আবার অমূল্য শিক্ষাও লাভ করে।

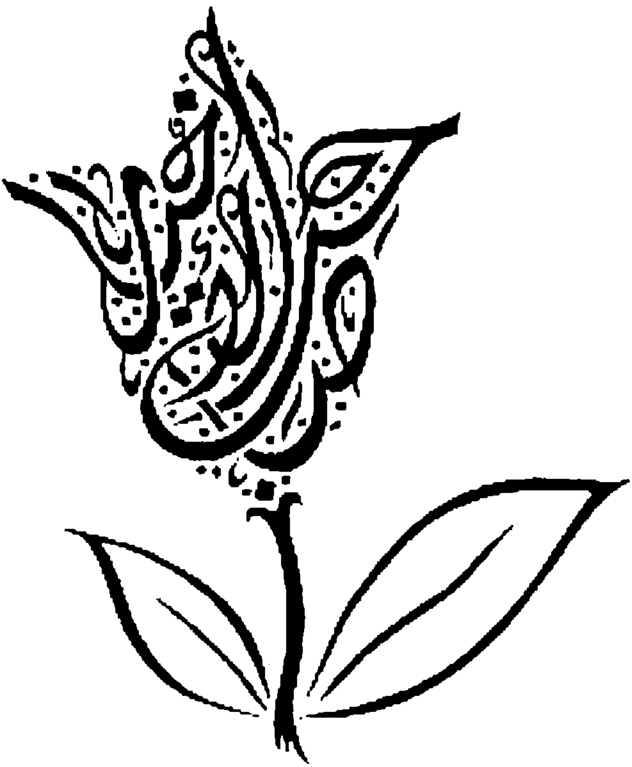

www.pathagar.com

মজার এক গল্প

সরফুদ্দিন প্রায় সারাটা জীবনই শিক্ষা গ্রহণ করে কাটালেন। পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরলেন। ইতিহাস ঘাঁটলেন। বিভিন্ন স্থানে মানুষের জীবনধারা দেখলেন।

এরপর কিভাবে মানুষের চলা উচিত সে সম্পর্কে মজার মজার গল্প বলে মানুষকে ভালো পথে চলার শক্তি যোগালেন। নিচে এ সম্পর্কে একটি হেকায়েত বলছি। হেকায়েত শব্দের মানে উপদেশপূর্ণ গল্প।

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। কয়েক হাজার বছর তো বটেই। দুনিয়ার পয়লা মানুষ আদম (আঃ) এর অনেক পরের ঘটনা। ইরান দেশে একজন ভালো বাদশাহ ছিলেন। তিনি প্রজাদের ওপর যুলুম করা অপছন্দ করতেন। বাদশাহের নাম নওশেরোয়া।

সেকালে রাজা-বাদশারা শিকার করতে যেতেন। বনে জঙ্গলে গিয়ে পশু শিকারে তাঁরা খুবই মজা পেতেন। বাদশাহ নওশেরোয়া একবার শিকারে গেছেন। বেশ কিছু বন্য প্রাণী ধরা পড়ল। শিকারের পশুর গোশত কাবাব হচ্ছিল। সব কিছু রয়েছে।

কিন্তু একটি জিনিস নেই। সেটি আবার না থাকলে মনে হবে যেন কিছুই নেই। হ্যাঁ, লবণ নেই। সামান্য জিনিস। পরিমাণমত দিলে অপূর্ব। না হলে কোন মজাই নেই।

www.pathagar.com

কি করা যায়? বিরাট সমস্যা। কথাটা বাদশাহের কানে এল। জালেম বাদশাহ্ হলে কেউ তা কানে দিত না। কেননা এ রকম অবস্থায় সে কথা কানে গেলে গর্দানও যেতে পারতো। নওশেরোয়া তো আর সে রকম বাদশাহ নন। কাজেই তিনি সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনে তাঁর অধীন লোকদের হুকুম দিলেন ঃ যাও পাশের গ্রামের কোন বাড়ি থেকে লবণ কিনে আন।

তাঁর লোকেরা এ কথা শুনে তো অবাক। বলে কি? সামান্য লবণ। তাও আবার ইরানের বাদশাহের জন্য। চাইলেই তো তারা নিজেরা এসে খুশী মনে দিয়ে যাবে। ওদের মনের ভাব বুঝতে পেরে বাদশাহ বললেনঃ কোন জিনিস বিনা মূল্যে আনবে না। বিনা মূল্যে আনা শুরু হলে তা সমাজে প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। এর ফলে দেশেরও ধ্বংস আসে।

বাদশাহের কথা শুনে লোকেরা এবার সাহসে ভর দিয়ে জানতে চাইল, "আমরা তো সামান্য লবণ চাচ্ছি, তাতে কি ক্ষতি হবে?"

বাদশাহ বললেন, দুনিয়ার বড় বড় অন্যায় প্রথমে ছোট থেকে শুরু হয়েছিল। পরে তা এত বড় হয়েছে।"

বাদশাহের কথা শুনে লোকেরা বেশ ভাবনায় পড়ল। তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব বুঝে বুদ্ধিমান বাদশাহ্ বললেন ঃ

"আগের যে বাগে রাইয়াত মারেক খোরাদ ছেরে
বর আওয়ারান্দ গোলমানে ঐ দরখত্ আয় বীখ
বা-পাঞ্জ বাইদা কেহ সুলতাঁ রাওয়া দারাদ
যামান্দ লশকরই যানমা হাজার মোরগে বাছীখ।"

www.pathagar.com

'প্রজা হতে রাজা যবে
লয় একটি সেব,
দাসেরা বাগানে আসি
গাছ ধরে নেয় টানি।

রাজা যবে লয় ৫টি ডিম
দাসেরা এবার আসি
কাবাব করার তরে
হাজার মুরগী ধরে।'

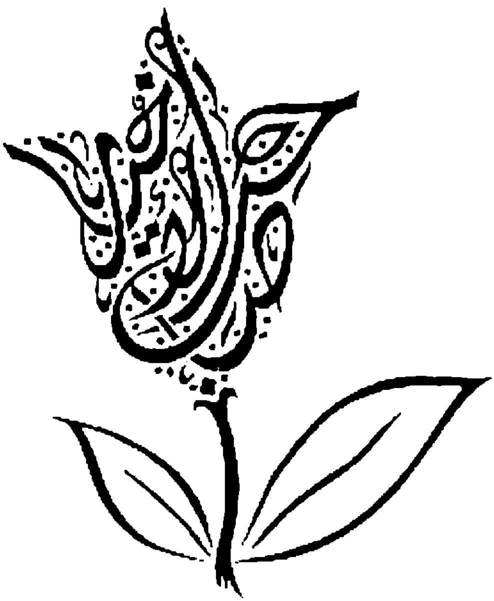

www.pathagar.com

গোলেস্তাঁর কথা

সরফুদ্দিনের রচিত সেরা বই গোলেস্তাঁ। এটি গদ্যে লেখা। ভালো ভালো উপদেশে ভরা। এতে গল্পেরমত এত ভালো কথা বলা হয়েছে যে, না পড়লে মজা পাওয়া যায় না। এসব কথা আমাদের জীবনে এত সত্য যে, বিভিন্ন ভাষাতেই সেগুলো প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। কবি বলছেনঃ

"দোস্ত আঁশাবাদ কেহ গিরাদ দস্তে দোস্ত।

দরপারে শা হালি অ-দরমান্দেগী"

ইংরেজিতে ঐ একই কথা রয়েছে–

এ ফ্রেন্ড ইন নীড্

ইজ এ ফ্রেন্ড ইনডীড।

বাংলা তরজমা হলো-

বিপদের বন্ধুই

প্রকৃত বন্ধু।

আরও কত খাঁটি কথা চমৎকারভাবে বইটিতে বলা হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করতে গেলে বিরাট একটা বই হয়ে যাবে। নমুনা হিসেবে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো ঃ

"কাদরে আফিয়াত কা-ছে দানাদ

কেহ বা মছিবতে গেরেফতার আইয়েদ

বিপদ্বে পড়েছে যে জন

চিনেছে সে-ইতো সুখ রতন।" (অনুবাদ)

www.pathagar.com

মানুষ কিভাবে নিজেকে গড়বে সে সম্পর্কে কবি কতই না খাঁটি কথা বলেছেন ঃ

'খাকশো পেশ আয আঁকে খাক শোয়ী
আগার খাকী না-বাশাদ-আদশী নিস্ত।'

'মাটি হয়ে যাও
মাটি যে পারে না হতে
মাটি হবার আগে।
মানুষের মত তারে না লাগে।'
(অনুবাদ)

এখানে মাটি মানে নিজেকে মাটি বানানোর কথা বলা হয়নি, বরং স্বভাব চরিত্রে ভালো মানুষ হওয়াকে বোঝান হচ্ছে।

কবি আর এক জায়গায় ছোটদের চরিত্র গঠনের কথা বলছেন ঃ

"হার কেহ দর খোরশেদ আদব কুনাদ,
দর বোযর্গী ছেলাহ আয উবরখাস্ত।"

'আদব কায়দা যে না শেখে
শিশুকালে।
বয়সকালে মহত্ত্ব সে
পায় না ভালে।' (অনুবাদ)

কি সুন্দর কথা! তাই না? ছোটবেলা থেকে না গড়লে বড় হলে সহজেই ভালো হওয়া যায় না। কেন হওয়া যায় না কবি আর এক জায়গায় সেটা ব্যাখ্যা করছেন ঃ

www.pathagar.com

"পরে তুনেকা নাগিরাদ
হার কেহ বুনিয়াদশবদাস্ত।"
'বীজ বুনেছ জমির মাঝে
এক্কেবারে বাজে।
ফসল হবে সবার সেরা
এ আশা কি সাজে?' (অনুবাদ)

এ জন্য ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভালো চরিত্রের বীজ বুনতে হবে মানে ভালো হয়ে চলতে হবে। তবেই না খোদার প্রিয় বান্দা হওয়া যাবে। আর ভালো লোকদের সবাই ভালোবাসে।

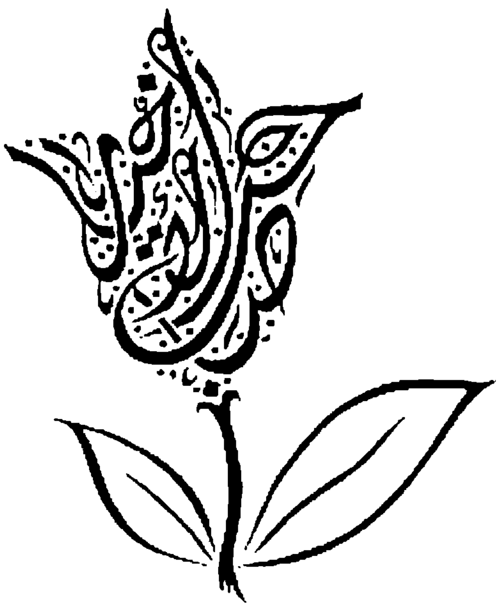

www.pathagar.com

ভালো হওয়ার কেতাব

সরফুদ্দিনের আর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম বুস্তা। বুস্তা একটি কাব্যগ্রন্থ। কবিতার ছন্দে এখানে বলা খুব ভালো হওয়ার কথা রয়েছে। ভালো হবার জন্য মানুষকে সাধনা করতে হয়। যারা ভালো মানুষ হতে চায় তারাই সাধক। কবি তাদের সম্পর্কে বলছেন ঃ

"বলন্দিয়াত বাইয়াদ তাওয়াজুয গোঁজি
কেই বাম রানিস্ত ছুল্লাম জুযই।"

হে সাধক!
'বিনয় ও নম্রতাসময় সোপানের' পরে
কদম ফেলিয়া
লভিবে উচ্চ মান।' (অনুবাদ)

আমাদের শরীরের গঠন এক রকম নয়। কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কেউ মোটা, কেউ পাতলা। কারো গায়ের রং কালো, কারো সাদা, কারও শ্যামলা। জন্মগত কত রকমফের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। সেগুলো কোন সমস্যা নয়। ভালো মানুষ হওয়াটাই আসল কথা।

কবিও সে কথাই বললেন ঃ

"তাফাওয়াত কুনাদ হরগেজ আবজেলাল
গারাশ কুজা জররিন বুয়াদ ইয়া ছেওঠল।"

www.pathagar.com

শরবতের মিষ্টতার তারতম্য প্রত্যেক পানকারীই বুঝতে পারে। শরবতের ভালোমন্দ সেটা রাখার পাত্রের দ্বারা হয় না। শরবতের গুণ থাকলে প্রশংসা পায়। দোষ থাকলে নিন্দাবাদ শুনতে হয়।

সরফুদ্দিন তাঁর কেতাবের মধ্যে একটি গল্প বলেছেন। এর সাথে একটি 'শের' জুড়ে দিয়েছেন। কবিতাকে শের বলে। গল্পটি শোন।

আরবের এক বাদশার কথা। বাদশা দরবারে বসে আছেন। রাজদরবারে কত জ্ঞানী গুণী লোকের সমাবেশ! মন্ত্রী ও বিভিন্ন রকমের রাজকর্মচারীও রয়েছেন সেখানে। বাদশা তাঁর এক কর্মচারীর প্রতি খুশী হয়ে সে বিভাগের কর্মকর্তার প্রতি আদেশ দিলেন ঃ ওর ভাতা দ্বিগুণ করে দাও।

কি ব্যাপার সকলেই উৎসুক হয়ে খোঁজ খবর নেয়। জানা গেল কর্মচারিটি নিয়মিত কাজে আসে, ঈমানদারীর সাথে কাজ করে এবং সঠিকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে।

বাদশার ঘোষণা শুনে রাজদরবারে এক ব্যক্তি চীৎকার করে কেঁদে ওঠলেন। তিনি একজন দরবেশ। আল্লাহর পথের সাধক। তিনি ভাবলেন একই ব্যাপার তো আল্লাহর দরবারেও ঘটে! বান্দা নিজ আমল গুণে সেখানে মর্যাদা পায়।

এ প্রসঙ্গেই কবি বলেন ঃ

'দো-বামদাদ গার আইয়েদ কাছে বখদমতে শাহ
চুঁ ও মহার আয়নদার আয়ো কুনাদবলুতফে নেগাহ।
উমেদ হাস্ত পোরস্তন্দে গানে মোখলেছে রা
কেহ বা উন্মাদ না-গরদান্দ আসতানে এলাহ।'

www.pathagar.com

'নিয়মিত বাদশার দরবারে যে আসে দু'দিন
পরদিন তার প্রতি পড়ে শুভদৃষ্টি বাদশার।
অকপটে যারা নিয়মিত রত হয় ইবাদতে
কখনও হবে না নিরাশ দরবার আল্লার।' (অনুবাদ)

কত ভালো আর চমৎকার কথা! মানুষ যাতে ভালো হয় ও সত্যিকারের মানুষ হয় তার জন্য কবি সরফুদ্দিন কত ভেবেছেন আর কত লিখেছেন তার যেন সীমা সরহদ নেই।

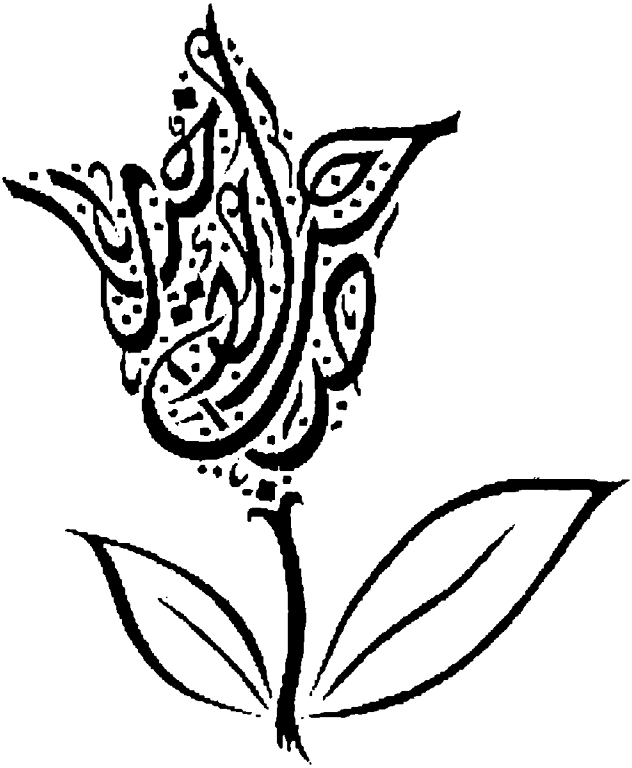

www.pathagar.com

শেষ বিশ্রাম

সরফুদ্দিন নানা দেশ ঘুরে যখন জন্মভূমি সিরাজ শহরে ফিরলেন, তখন সিরাজের বাদশাহ তাঁকে পেয়ে মহাখুশী। তিনি এই মহাজ্ঞানী লোকটিকে খুবই ভালোবাসতেন। তাই তাঁর থাকা খাওয়ার জন্য একটা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করলেন। এরফলে সরফুদ্দিন নিশ্চিন্ত মনে তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা লিখলেন। এর এক বছরপর গুলিস্তাঁ রচনা করেন। এ দু'টি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত রচনা। এ দু'টি বই ছাড়া ফার্সী ভাষা শেখা সম্পূর্ণ হয় না বলে এখনও জ্ঞানী লোকেরা বলে থাকেন। সরফুদ্দিন বহু বই লিখেছেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় তাঁর এসব অমর বই অনুদিত হয়েছে।

এই যে সিরাজের বাদশাহ তাঁর জন্য এত কিছু করলেন। তাঁকে এক ধ্যান আর খেয়ালে বসে জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা লেখার সুযোগ দিলেন– এ জন্য সরফুদ্দিন মনে মনে তাঁর প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ হলেন। আর এরই স্বীকৃতি স্বরূপ সিরাজের শাসনকর্তা সাদ বিন জঙ্গীর নামানুসারে নিজের কবি নাম রাখলেন সা'দী। তখন থেকে সা'দী নামে সকলের কাছে পরিচিত হলেন। শুধু সা'দী নামে তো আর এত বড় কবিকে ডাকা চলেনা তার আগে সম্মানসূচক শেখ শব্দ জুড়ে দেয়া হয়। ফলে 'সরফুদ্দিন' নাম শুধু কেতাবেই রয়ে গেল। সকলের মুখে মুখে তিনি হলেন শেখ সা'দী। লোকে শেখ সা'দী নামেই তাকে জানলো আর কি।

www.pathagar.com

আরও মজার কথা কি জান? সা'দী শব্দের অর্থ হল—যার কাছে গেলে মনটা আনন্দে ভরে যায়। এদিক থেকেও সরফুদ্দিনের সা'দী নামটি সঠিক। কেননা তাঁর কাছে গেলে তাঁর হাসিখুশী মাখা মধুর ব্যবহারে আগন্তুকের মনটাও আনন্দে ভরে যেত।

শেখ সা'দী ১২০ বছর বয়সে সিরাজে ইন্তেকাল করেন। সিরাজ শহরের দিলকুশা নামক স্থানের এক মাইল পূর্বদিকে একটি পাহাড়ের নীচে শেখ সা'দীর মাযার রয়েছে। মাযারের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। এতে শেখ সা'দীর কবিতা উৎকীর্ণ রয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে আজও বহু লোক তাঁর মাযার জেয়ারতের জন্য এখানে আসেন।

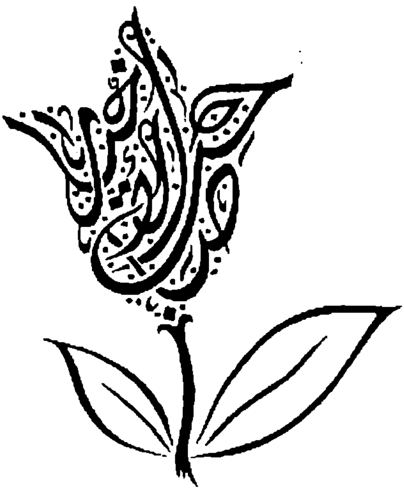

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নুর মোহাম্মদ মল্লিকের সাথে বেশ কিছুদিন যাবত আমার পরিচয়। পরিচয়ের সূত্রেই তার লেখালেখি নিয়ে আমি উৎসুক। সাহিত্য আসরে তার পঠিত গল্পগুলো আমাকে আনন্দ দিয়েছে। সৃজনশীল শিশুতোষ সাহিত্যের খুব অভাব। এ অভাব পুরণে লেখক কিছুটা হলেও সফল। তার লেখার রসবোধ ও জীবনদৃষ্টি প্রশংসাযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে তার প্রকাশিত 'সোনার মানুষের গল্প শোন' সিরিজের বইগুলো প্রকাশনার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। সিরিজের সবগুলো বই ছোট ছোট বাক্যে সহজ কথায় খুবই সুন্দর, যা পাঠকের মনে আনন্দ দেয়। বইগুলো কেবল শিশু-কিশোরদের আনন্দ দিবে এমন নয়, বড়রাও পড়ে আনন্দিত হবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

- আল মাহমুদ।

প্রচ্ছদ : কামরুল ইসলাম

তামান্না বুক কর্ণার
পাইনাদী নতুন মহল্লা
সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৯১৫৭১৭১৪৭
E-mail: tamannabookcorner@gmail.com